পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ৩য় ৪র্থ ঈদ সংখ্যা
৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ বাংলা ॥ ১৫ই জুন ১৯৮৪ ইং ॥ ১৪ই রমজান ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

১৫ই জুন ১৯৮৪

৩৮শ বর্ষ :
৩য় ও ৪র্থ ঈদ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা আ'রাফ (৯ম পারা ২০শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'রোযা, এ'তেকাফ এবং লাইলাতুল কদর'	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃত বাণী : "মুমেনদের পরীক্ষার তাৎপর্য"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা (১) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নজির আহমেদ ভূইয়া	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা (২) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (৩) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* ঈদুল-ফিৎরের খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ	২৯
* সংবাদ :		৩৫
* আহমদী-বিরোধী অর্ডিন্যান্সের প্রত্যাহার দাবী :		
* পাকিস্তানের কয়েকটি তাজা খবর :		

পবিত্র ঈদুল-ফিৎর উপলক্ষে পাক্ষিক 'আহমদী-'র পক্ষ হইতে সকল পাঠক-পাঠিকার খেদমতে আন্তরিক 'ঈদ মোবারক' পেশ করা হইতেছে।

o হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আঃই) আল্লাহতায়ালার ফজলে লণ্ডনে ভাল আছেন।

লণ্ডনে ১লা মে হইতে পবিত্র রমজানের রোজা আরম্ভ হইয়াছে। রমজানুল মোবারকে হুজুর (আইঃ) দৈনিক বাদ মাগরিব 'মজলিসে ইল্‌ম-ও-ইরফানে না বসিয়া সপ্তাহে একদিন (রবিবারে) কুরআন করীমের দরস প্রদান করিতেছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হুজুর আকদাসের দীর্ঘায়ু এবং গালাবা-এ-ইসলামের জন্য দোওয়া জারী রাখিবেন।

o মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বিগত ১৩ই জুন তারিখে আহমদনগর গিয়াছেন। ঈদের পর ঢাকায় ফিরিবেন। তাঁহার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নীদের খেদমতে দোওয়ার অনুরোধ জানান যাইতেছে।

o ঢাকা দারুত-তবলীগ মসজিদে দৈনিক আসর নামাজের পর হইতে সমবেত ইফতারীর পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত কুরআন করীমের দরস দেওয়া হইতেছে এবং ইশার পরেপরে তারাবীহ্‌র নামাজ নিয়মিত আদায় করা হইতেছে। তারাবীহর নামাজ পড়ান হাফেজ ক্বারী আবুল খায়ের।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

১৫ই জুন ১৯৮৪ইং : ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ বাংলা : ১৫ই ইহ্সান ১৩৬৩ হিঃ শামসী

৭ম সুরা আল-আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

নবম পারা **২১ রুকু**

১৬৪। (হে রসুল !) তুমি তাহাদিগকে (বনি ইসরাইলকে) সেই শহর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, যাহা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল, যখন তাহারা সাবাতের হুকুম লঙ্ঘন করিত, যখন তাহাদের মাছসমূহ তাহাদের সাবাতের দিনে পানির উপরিভাগে ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের নিকট আসিত এবং যে দিন তাহারা সাবাত পালন করিত না, তাহাদিগের নিকট তাহারা আসিত না, এইভাবে আমরা তাহাদের নাফরমানির জন্য তাহাদের পরীক্ষা লইতাম।

১৬৫। এবং যখন তাহাদের একদল (অন্য দলকে) বলিল, তোমরা কেন এমন এক জাতিকে নসিহত করিতেছ, যাহাদিগকে আল্লাহ ধ্বংস করিতে অথবা কঠোর আযাব দিতে চলিয়াছেন, তাহারা উত্তরে বলিল, তোমাদের রব্বের সম্মুখে ওজর পেশ করার জন্য (যে আমরা তাহাদিগকে নসিহত করিয়াছিলাম) এবং এই জন্য যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

১৬৬। এবং তাহাদিগকে যে নসিহত করা হইয়াছিল, যখন তাহারা উহা ভুলিয়া গেল, তখন আমরা সেই সকল লোককে উদ্ধার করিলাম, যাহারা মন্দ কাজ হইতে (লোকদিগকে) নিষেধ করিত, এবং যালেমগণকে আমরা এক কঠোর আযাবে গ্রেফতার করিলাম, যেহেতু তাহারা দুষ্কৃতিকারী ছিল।

১৬৭। এবং যে সমস্ত বিষয় হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, তাহাতে যখন তাহারা বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল, তখন আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।

১৬৮। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন তোমার রব্ব ঘোষণা করিলেন যে, নিশ্চয় তিনি তাহাদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) বিরুদ্ধে কেয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদিগকে অভ্যুত্থিত

করিতে থাকিবেন, যাহারা তাহাদিগকে কষ্টদায়ক আযাব দিতে থাকিবে। (এইরূপ কি ঘটে নাই?). নিশ্চয় তোমার রব্ব শাস্তি দানে বড়ই তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, বারবার রহমকারী।

১৬৯। এবং আমরা তাহাদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করিয়া যমীনে ছড়াইয়া দিলাম, (তবে এখনও) তাহাদের মধ্যে কতক নেক লোক আছে এবং তাহাদের মধ্যে কতক ইহার বিপরীত আছে; এবং আমরা তাহাদিগকে ভাল অবস্থা ও মন্দ অবস্থার দ্বারা পরীক্ষা করিতে থাকি যেন তাহারা (বিপথগামিতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

১৭০। কিন্তু তাহাদের (প্রথম বনি ইসরাইলের) পরে মন্দ (বনি ইসরাইলী) বংশধরগণ তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, যাহারা (মুসার) কিতাবের ওয়ারিস হইল, কিন্তু তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় করিতে থাকে, এবং (লোকদিগকে) বলিতে থাকে, যে, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, কিন্তু তাহাদের নিকট যদি উহার অনুরূপ আরও সম্পদ আসে, তাহা হইলে তাহারা উহাও গ্রহণ করিবে। তাহাদের নিকট হইতে কি (মুসার) কিতাবে এই অঙ্গীকার লওয়া হয় নাই যে তাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে হক ছাড়া কিছু বলিবে না? এবং যাহা কিছু উহাতে আছে উহা তাহারা পড়িয়া লইয়াছে, এবং (তাহারা জানে যে) যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাস অতি উত্তম: তোমরা কি ইহা বুঝ না?

১৭১। এবং যাহারা (মুসার) কিতাবকে মযবুত ভাবে ধরিয়া আছে এবং নামাজকে কায়েম রাখিয়াছে, আমরা এই প্রকার নেককারগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করিব না।

১৭২। এবং যখন আমরা পাহাড়কে তাহাদের উপর সমুচ্চ করিয়াছিলাম যেন উহা এক শামিয়ানা, এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, উহা তাহাদের উপর পড়িয়া যাইবে, (আমরা বলিয়াছিলাম), আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা মযবুত ভাবে ধর এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা তোমরা স্মরণ রাখ, যেন তোমরা মুত্তাকী হইতে পার। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-নূহ পৃঃ ২৯)। —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

হাদিস শরীফ

রোযা, এ'তেকাফ এবং লাইলাতুল কদর

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন: আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, মানুষের প্রত্যেকটি কাজ তাহার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই উহার প্রতিদান স্বরূপ হইব। অর্থাৎ বান্দার রোযার বিনিময়ে তাহাকে আমি আমার দীদার (দর্শন) দান করিব। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন: রোযা ঢাল স্বরূপ। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযার অবস্থায় থাকে, তাহার উচিৎ, সে যেন বাজে কথা, হট্টগোল এবং খারাপ কাজ হইতে দূরে থাকে। যদি তাহাকে কেহ গালি দেয় অথবা তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিতে উদ্যত হয় তখন সে যেন জবাব দেয়: আমি রোযার অবস্থায় আছি। কসম সেই সত্তার যাঁহার হাতে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জান রহিয়াছে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্তায়ালার নিকট মৃগনাভী হইতেও সুগন্ধযুক্ত। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রহিয়াছে: প্রথম, সেই সময় যখন সে রোযা ইফতার করে। দ্বিতীয়, যেদিন সে তাহার রোযার ফলে খোদার দীদার বা দর্শন লাভ করিবে। (বুখারী)

(২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন: যে ব্যক্তি রোযা থাকিয়া মিথ্যা কথা হইতে এবং মিথ্যা (খারাপ) আমল হইতে বিরত থাকে, না আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাহার ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থাকার কোন মূল্য নাই—অর্থাৎ তাহার রোযা রাখা বৃথা। (বুখারী)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন: যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দোয়ার সমুহ খুলিয়া দেওয়া হয় ও দোযখের দোয়ার সমুহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানগুলিকে বেড়ী পরানো হয়। (বুখারী)

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশদিন এ'তেকাফে বসিতেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এইরূপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরে তাঁহার সহধর্মিণীগণও এ'তেকাফে বসিয়াছেন। (বুখারী)

(৫) হযরত ইব্নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)-কে স্বপ্নে লায়লাতুল কদর রমজানের শেষ সাত দিনের মধ্যে দেখান হইলে রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, আমি দেখিতেছি তোমাদের স্বপ্ন রমযানের শেষ সপ্তাহের উপর ঐক্যমত। অতঃপর যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদর-এর অনুসন্ধান করিতে চায়, সে যেন উহা রমযানের শেষ সপ্তাহে অনুসন্ধান করে। (বুখারী)

(হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থ হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

আল্লাহ্‌র হেফাজতের গুপ্ত রহস্য

"যাহার অন্তর এই কথায় আনন্দিত যে, রমজান আসিয়াছে এবং সে এই প্রতীক্ষায় ছিল যে রোজা আসিলেই রাখিবে, অথচ অসুস্থতার জন্য সে রোজা রাখিতে পারে না, এইরূপ ব্যক্তি আকাশে রোজা হইতে বঞ্চিত হইবে না। দুনিয়ার অনেক লোক ওজর খুঁজে এবং ভাবে যে, দুনিয়ার মানুষকে আমি যে এরূপ ধোকা দিতেছি, সে ভাবে খোদাকেও ধোকা দিতেছি। বাহানাকারী নিজের পক্ষ হইতে মসলা গড়িয়া লয় এবং ওজরগুলিকে শামিল করিয়া মসলাগুলিকে সহি সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার নিকট সেগুলি সহি নহে। ওজরের দ্বার বহু বিস্তৃত। মানুষ চাহিলে এতদ্বারা সারা জীবন বসিয়া নামায পড়িতে পারে এবং রোজা একেবারেই না রাখিতে পারে। কিন্তু খোদা তাহার নিয়ত ও ভাবধারা অবগত। যাহার সততা এবং আন্তরিকতা আছে, খোদা জানেন যে, তাহার অন্তরের মধ্যে দরদ রহিয়াছে। খোদা তাহাকে আসল পূণ্য হইতে অধিক দান করেন। কারণ মর্মবেদনা মর্যাদার বস্তু। বাহানাকারী ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই ভরসার কোন মূল্য নাই। যখন আমি ছয় মাস রোজা রাখিয়াছিলাম তখন নবীগণের এক দলের সহিত আমি কাশফে মিলিত হই, তাহারা বলিলেন, তুমি নিজের আত্মাকে কেন এত কষ্টে ফেলিয়াছ। এইরূপে যখন মানুষ খোদার জন্য নিজকে কষ্টে ফেলে তখন তিনি স্বয়ং পিতামাতার ন্যায় তাহাকে উহা হইতে বাহির করিয়া সকরুণে বলেন যে, কেন তুমি কষ্টে পড়িয়াছ কিন্তু যে ওজর করিয়া নিজকে কষ্ট হইতে বাঁচায়, খোদা তাহাকে অন্যান্য কষ্টে ফেলেন এবং উহা হইতে তাহাকে বাহির করেন না। পক্ষান্তরে যে নিজকে কষ্টে ফেলে, তাহাকে তিনি স্বয়ং বাহির করিয়া আনেন। মানুষের কর্তব্য যেন সে নিজ আত্মার উপর স্বয়ং অনুগ্রহ না করে বরং সে ক্ষেত্রে এইরূপ করে যে, খোদা তাহার আত্মার উপর নিজ অনুগ্রহ করেন। মানুষের নিজ আত্মার উপর নিজ অনুগ্রহ, তাহার জন্য জাহান্নাম সদৃশ। ইব্রাহিম (আঃ)-এর ঘটনার বিষয় চিন্তা কর। যে ব্যক্তি নিজে আগুনে ঝাঁপ দিতে চায়, তাহাকে খোদা আসিয়া আগুন হইতে বাঁচান এবং যে স্বয়ং আগুন হইতে বাঁচিতে চায়, তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে পূর্ণ নিরাপত্তা রহিয়াছে এবং ইহাই ইসলাম যে যাহা কিছু খোদার রাস্তায় আসে, উহাকে অস্বীকার করিও না। যদি আঁ-হযরত (সাঃ) নিজ মাহাত্মের চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন তাহা হইলে والله يعصمك من الناس অর্থাৎ "আল্লাহতায়ালা তোমাকে মানুষের হাত হইতে রক্ষা করিবেন" এই আয়াত নাজেল হইত না। আল্লাহ্‌র হেফাজতের ইহাই গুপ্ত রহস্য।"

(আল হাকাম ১০ই ডিসেম্বর, ১৯০২ ইং পৃষ্ঠা ৯)।

অনুবাদ : **মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ**

জুম্য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৭ই রমজান মোবারক, ২৪শে জুন, ১৯৮৩ ইং মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

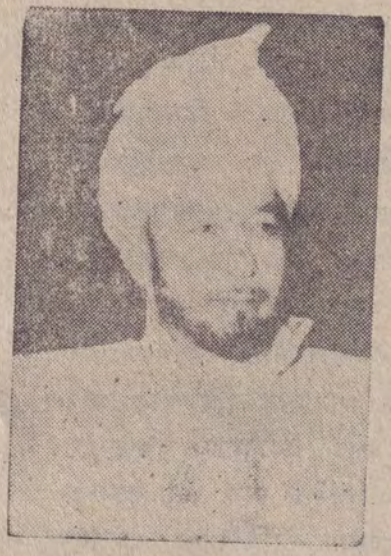

খোদাতায়ালা স্বীয় প্রিয় বান্দাগণের বন্ধু। তিনি তাহাদের জন্য যে কোন গায়রত (আত্ম-মর্যাদা) প্রদর্শনকারীর চাইতে অধিক গায়রত প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

ইহা খোদাতায়ালার একটি অপরিবর্তনীয় তকদির যে তিনি আর্তনাদকারী ও অত্যাচারিত বান্দাগণকে শুভ সংবাদ দান করেন এবং ঐগুলিকে পূর্ণ করিয়া থাকেন।

হে আহমদীরা! তোমাদিগকেও খোদাতায়ালা আজিমুশশান শুভসংবাদ দান করিয়াছেন। তোমাদের উচিৎ যে, তোমরা এই রমজানকে চূড়ান্ত বিজয়ের রমজানে পরিণত কর।

নিশীথে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় ইবাদতের ময়দানকে উত্তপ্ত কর এবং এত জোরে আর্তনাদ করিতে থাক যেন আসমানে আরশের পায়াও কম্পন করিতে আরম্ভ করে।

এত জোরে "মাতা নাছরুল্লাহ" এর আওয়ায ধ্বনিত কর যাহাতে "আলা ইন্না নাছরুল্লাহে করীব" তোমরা শ্রবণ করিতে আরম্ভ কর।

তাশাহুদ ও তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন।

الا ان اولياء الله ... ... هو السميع العليم ٥

(সুরা ইউনুস-আয়াত ৬৩-৬৬)

افلم يسيروا فى ... ... لا مولى لهم ٥

(সুরা মোহাম্মদ—আয়াত ১১-১২)

অতঃপর বলেন, এই ছয় আয়াত যাহা আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, ইহাদের মধ্যে প্রথম চার আয়াতের সম্পর্ক সুরা ইউনুছের সহিত রহিয়াছে এবং শেষোক্ত দুই আয়াত

সুরা মোহাম্মদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু উভয় সুরার আয়াতগুলি একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করিতেছে এবং উহার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিতেছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমার বান্দাগণ যাহাদিগকে ভীতি ও চিন্তা হইতে মুক্ত করা হয়, তাহাদের ভীতিশূন্যতার ও চিন্তা-মুক্ত হওয়ার কারণ কি? তাহাদের ভীতিশূন্যতার ব্যাপারে দুই প্রকারের অজুহাত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দুই প্রকারের যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করা হইয়াছে :—

প্রথম যুক্তি এই যে, তাহারা আল্লাহর বন্ধু এবং আল্লাহ তাহাদের বন্ধু। প্রত্যেক ভীতিশূন্যতা ও প্রত্যেক চিন্তামুক্ত অবস্থা এই কারণে সৃষ্টি হয় যে, নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত মানুষ আল্লাহর বন্ধু এবং আল্লাহ তাঁহার বন্ধু। বস্তুতঃ তিনিই প্রকৃত ভীতিশূন্য ও চিন্তামুক্ত।

দ্বিতীয় সাক্ষ্যরূপে খোদাতায়ালা মানব-ইতিহাসকে পেশ করিতেছেন যে, মানব-ইতিহাস এই কথার সাক্ষী যে এইরূপ ব্যক্তি যাহারা খোদার বন্ধু হইয়া যায় এবং খোদা যাহাদের বন্ধু হইয়া যান তাহারা কখনো ভীত হয় নাই এবং অতীতের জন্য কোন দুঃখ করে নাই।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, যখন আমরা ভীতি প্রদর্শনকারী এবং ঐ সমস্ত লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করি যাহারা অত্যন্ত সাহসিকতা ও নির্ভীকতার সহিত ঐ সকল ভীতি প্রদর্শনকারীর সমস্ত ধমককে উপেক্ষা করিয়া থাকে তখন তিন শ্রেণীর লোক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথমতঃ ঐ সকল লোক যাহারা অহেতুক ভীতি প্রদর্শন করে তাহারাতো বস্তুতপক্ষে খামাখা ভীতি প্রদর্শন করে। কেননা তাহাদের মধ্যে কোন শক্তিই নাই যে তাহারা কাহারো কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে। তাহাদের মোকাবেলায় ভীতিহীনতা প্রদর্শনকারীরাও তদ্রূপ। যদি তাহাদের অন্তকরণ ক্ষুদ্রও হয় তথাপি তাহারা জানে যে, এই সকল কেবল মুখের কথা। ইহাতে কিছুই আসে যায় না, এইগুলি অনর্থক ভীতি ও ধমক মাত্র। যত কঠোরভাবে এই সকল লোক ভীতি প্রদর্শন করে, অনুরূপ কঠোরতার সহিত উত্তরে গালমন্দ কর এবং বল যে, যাহা মর্জি কর, যাহা কিছু ক্ষতি করার কর। এইরূপ ভীতি প্রদর্শনকারীরাও অপ্রকৃত ও তাহাদিগের ভয়ে যাহারা ভীত হয়না তাহারাও অপ্রকৃত। অর্থাৎ উভয়ের পশ্চাতে কোন সত্যতা নাই।

এক দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক রহিয়াছে যাহাদের ভীতি প্রদর্শন প্রকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় তাহারা নিজেদের জ্ঞানের অভাবে, সল্প শিক্ষার দরুন এবং অদূরদর্শিতার ফলশ্রুতিতে সাহস দেখাইয়া থাকে এবং তাহারা জানে না যে ইহার ফল কি হইবে? উদাহরণ স্বরূপ, উর্দুতে একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে যে, বিড়ালকে দেখিয়া কবুতর চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলে এবং বিপদকে অস্বীকার করে। সে ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয় যে, কোন বিপদ সম্মুখে রহিয়াছে। অতএব এইরূপ নির্ভীকতা বস্তুতপক্ষে অজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংসই ইহার পরিণাম। আল্লাহর মোকাবেলায় যাহারা বাহির হইয়াছে এবং আল্লাহর আজাব হইতে যাহারা নিজদিগকে মুক্ত মনে করে তাহাদের অবস্থা

উহাদের চাইতেও মন্দ হইয়া থাকে। যাহারা এইরূপ মনে করে যে ইহা কেবল মাত্র ধমক এবং খোদা পাকড়াও করিতে পারেন না, যাহারা এইরূপ মনে করে যে আমরা সাধারণ মানুষের মত শান্তির জীবন যাপন করিব এবং নির্ভয়ে সব কিছু করিয়াও আল্লাহতায়ালার আজাব ও তাঁহার পাকড়াও হইতে বাঁচিয়া যাইব, তাহাদের অবস্থা ঐ সকল কবুতর হইতেও শোচনীয় হইয়া থাকে যাহারা বিড়ালকে দেখিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলে।

এক তৃতীয় শ্রেণীর ভীতি প্রদর্শনকারী লোক রহিয়াছে এবং এক তৃতীয় প্রকারের ভীতিশূন্য ব্যাক্তিরাও রহিয়াছে। ঐ ভীতি প্রদর্শনকারীরা বাস্তব সত্য হইয়া থাকে এবং তাহারা তাহাদের সকল অসৎ উদ্দশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে উদ্যত ও প্রস্তুত হয় এবং তাহাদের সাধ্যে যতটুকু কুলায় তাহারা তাহাদের সমস্ত অসৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া নেয় যাহা তাহাদের হৃদয়ে ক্রোধাগ্নির আকারে জ্বলিতে থাকে। তাহাদের মোকাবেলার কোন কোন ভীতি-মুক্ত ও নির্ভীক ব্যক্তিরা রহিয়াছে যাহারা তাহাদের চোখে চোখ রাখিয়া বলে যে, তোমরা যাহা কিছু চাহ কর এবং যাহা কিছু করিতে পার কর। আমরা তোমাদিগকে ভয় করি না। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপ একদল আছে যাহাদের নির্ভীকতা, যাহাদের বাহাদুরী এবং যাহাদের সাহসিকতা বিশেষ ভাবে এই জন্য সৃষ্টি হয় যে, তাহারা আল্লাহর বন্ধু এবং আল্লাহকে নিজেদের বন্ধু মনে করে এবং ইহাদেরই উল্লেখ এই আয়াতে করা হইয়াছে।

الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون—

আয়াতের অর্থ এই নয় যে, তাহাদের জন্য ভীতিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয় না এবং দুঃখের কারণসমূহ সৃষ্টি হয় না। বস্তুতঃ এই আয়াতের মধ্যে এই বিষয়টি তুলিয়া ধরা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে ভীতির উপকরণতো বিদ্যমান থাকিবে এবং দৃশ্যতঃ ভীত হওয়ার অজুহাত থাকিবে এবং এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যাইবে যাহার ফলশ্রুতিতে দুঃখ হওয়া উচিত। কিন্তু ইহা সত্বেও যাহারা আল্লাহর বন্ধু অথবা আল্লাহ যাহাদের বন্ধু তাহারা চিন্তা ও ভীতির প্রতিক্রিয়া হইতে উর্দ্ধে থাকে। অতএব বলা হইয়াছে যে, ইহার ফিলসফি কি ?

সর্বপ্রথমে যদি আপনারা ভীতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, ভীতি একটি ভবিষ্যতের ব্যাপার। ইহা এইরূপ সম্ভাবনা যাহা এখনো বাস্তবায়িত হয় নাই এবং যাহাকে এখনো কার্য্যকরী রূপ দান করা হয় নাই। ইহা ঐ সকল বিপদাবলী যাহা এখনো সংঘটিত হয় নাই এবং যাহা মাথার উপরে তলোয়ারের ন্যায় ঝুলিতেছে। ইহার সম্পর্ক ভবিষ্যতের সহিত। যখনই ইহা বাস্তব সত্যে পরিণত হয় তখন উহা এইরূপ কারণে পরিবর্তিত হইয়া যায় যাহার ফলশ্রুতিতে দুঃখ সৃষ্টি হয়। উহা এইরূপ ক্ষতিতে পরিবর্তিত হইয়া যায় যাহার ফলশ্রুতিতে দুঃখ সৃষ্টি হয়। অতএব ভীতির সম্পর্ক ভবিষ্যতের সহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে যাহার ফলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু দুঃখের সম্পর্ক অতীতের সহিত রহিয়াছে। অতীতে তাহার এইরূপ ভীতি সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা প্রকৃত পক্ষে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। অতএব

ঐ ভীতি যাহা এখনো বাস্তবায়িত হয় নাই, উহা দুঃখে পরিবর্তিত হইতে পারে না। যক্ষন পর্যন্ত উহা বাস্তবায়িত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের সম্পর্ক নিশ্চয়ই অতীতের ঘটনার সংগে সম্পর্কযুক্ত। কোন কোন ভীতি সত্যে পরিণত হয়। ঐ গুলি প্রকৃতপক্ষে ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয় তদদরুণ দুঃখ সৃষ্টি হয়। যদি খোদাতায়ালার এইরূপ ইচ্ছা হইত যে ভীতির অবস্থাই সৃষ্টি হইবে না তাহা হইলে দুঃখ সম্বন্ধে উল্লেখের কোন প্রয়োজন হইত না। কেননা এইরূপ ভীতি যাহা কাল্পনিক এবং যাহার সংগে বাস্তবের কোন সম্পর্কই নাই, উহা কখনো দুঃখ সৃষ্টি করিতে পারে না। উহা ভীতি রূপেই থাকিবে বা স্বয়ংক্রীয় ভাবে শান্তিতে পরিণত হইবে। সুতরাং যখন আল্লাহতা'লা বলেন যে, لا خوف عليهم و لا هم يحزنون তখন দুঃখ বলিয়া দেয় যে, কোন কোন ভীতি নিশ্চয়ই দুঃখের কারণ সৃষ্টি করিবে। ইহা সত্বেও তাহারা দুঃখ অনুভব করিবে না।

ইহার ফিলসফি অনুধাবন করিতে হইলে ইহার রহস্য "আউলিয়া আল্লাহ" শব্দগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। বন্ধুত্ব, মহব্বত ও প্রেমের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, খোদাতায়ালা কি বলিতেছেন? বন্ধুত্বের দুইটি দিক আছে। একটি দিক হইল এই যে বন্ধুর এই আকাংখা, বাসনা ও অস্থিরতা দেখা দেয় যে, আমি সবকিছু আমার বন্ধুর জন্য কোরবান করিয়া দিব এবং যখন সে কোরবান করে তখন দুঃখ অনুভব করেনা, বরং স্বাদ লাভ করিয়া থাকে। যখন সে নিজের বন্ধুর খাতিরে প্রকৃত পক্ষে নিজের কোন প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তখন আর্তনাদ করে না, বরং এক অদ্ভুদ রুহানী মজা আস্বাদন করিয়া থাকে যে, আমি কোন উদ্দেশ্যের খাতিরে এই বস্তু কোরবান করিয়াছি এবং ঐ উদ্দেশ্য উক্ত বস্তুর মোকাবেলায় আমার নিকট অধিক প্রিয়। কোন কোন সময় তো সে এই আকাংখা পোষণ করে যে, আমি স্বীয় জীবন বন্ধুর জন্য উৎসর্গ করিয়া দিব। বস্তুতঃ কুরআন করিমে এইরূপ আউলিয়া-আল্লাহর উল্লেখ ভূরি ভূরি পাওয়া যায় যাহারা খোদার খাতিরে নিজেদের ধন সম্পদ ও নিজেদের জীবন কোরবান করার জন্য কেবল প্রস্তুতই ছিল না, বরং নিজেদের হৃদয়ে এইরূপ আকাংখা লালন করিত। কুরআন করিমে বলা হইয়াছে: فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر (সুরা আল আহ্জাব, আয়াত ২৪) যে একটি ভীতির অবসানের পর অন্য ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হইতে থাকে। প্রত্যেক ভীতিকে যখন আমি (খোদা) শান্তিতে পরিবর্তন করিয়া দেই, তখন কিছু এইরূপ লোক পাওয়া যায় যাহাদের জান ও মাল আমার পথে কোরবান করার আকাংখা পূর্ণ হইয়া থাকে এবং কোন কোন ব্যক্তির আক্ষেপ বাকী থাকিয়া যায়। তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হয় না যে, ভীতির অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গেল। তাহারা ভাবে কেন আমাদের জীবন বাঁচিয়া গেল এবং আমাদের ধনসম্পদ বাঁচিয়া গেল। এইরূপ আত্মোৎসর্গকারীরা, এইরূপ প্রেমিকেরা খোদার পথে এমনই পাগল হইয়া থাকে যে, তাহারা হৃদয়ে আক্ষেপ লালন করিতে থাকে যে, ঠিক আছে, এইবার কিছু হইলনা, ভবিষ্যতে দেখা যাইবে।

বস্তুতঃ ইসলামের ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয় যে, যাহারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি এইরূপ ছিল যাহারা দোওয়ার দরখাস্ত করিত। দিনরাত এই জেকের করিত যে, আফসোস আমরা অংশ গ্রহণ করি নাই। ভবিষ্যতে যখন জেহাদ হইবে তখন দেখিব। তখন আমরা আমাদের আক্ষেপ দুর করিব এবং পরবর্তীতে প্রকৃতপক্ষে এইরূপ হইয়াছিল যে তাহাদের দেহকে টুকরা টুকরা করা হইয়াছিল। খোদার পথে তাহারা এইরূপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে সনাক্ত করা যায় নাই।

এইরূপ লোকদের সম্বন্ধে এই কথা বলা যে ইহারা কোন ভয়ে ভীত হয় বা কোন দুঃখ-দুর্দশার শিকার হইতে পারে, ইহা খুবই বড় পাগলামী।

সুতরাং খোদাতায়ালা এই সত্যতা অস্বীকার করিতেছেন না যে, এই সকল লোক ভীতির অবস্থা অতিক্রম করিবে না, অথবা তাহাদের জন্য দুঃখের অবস্থা সৃষ্টি হইবে না। বরং খোদাতায়ালা বলেন যে, জগতের দৃষ্টিতে যাহাকে ভীতি বলা হয় এবং জগতের দৃষ্টিতে যাহাকে দুঃখ মনে করা হয় আমরা এই সকল বান্দারা এই সবের উর্দ্ধে ও এইগুলি হইতে পবিত্র। ভীতির হস্ত তাহাদের নিকট পৌঁছিতে পারেনা। ভীতির হস্ত উত্তোলন করা হইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই হস্ত দুর্বল থাকিয়া যাইবে এবং ইহা তাহাদেয় নাগাল পাইবে না। দুঃখ তাহাদের হৃদয়ে প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিবে না! কেননা তাহাদের দুঃখে নিহিত রহিয়াছে সুখ স্বাদ। যে দুঃখ সুখ সৃষ্টি করে, পৃথিবীর কোন পরিভাষাতেই উহাকে দুঃখ বলা যাইতে পারে না। সুখের সংগে দুঃখের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে ? কিন্তু প্রেমিকের সুখের সংগে দুঃখের সম্পর্ক রহিয়াছে। বস্তুতঃ কাব্যে এইরূপ দুঃখের সহিত আপনাদের পরিচয় হয়। এইরূপ বেদনার সুখ সম্বন্ধে কবি নিজ ভাষায় বারবার বলিয়া থাকেন যে, হায় এইরূপ বেদনা যদি আমি আবারও লাভ করিতাম।

"তু মাশ্‌কে নায কর্‌ খুনে দো আলম মেরী গারদান পর"

"তুমি দুঃখ দিতে থাক, আঘাতের পর আঘাত হান। আমরা প্রেমিকরাতো এইরূপ যে, তোমার তরফ হইতে পাওয়া প্রতিটি দুঃখ বেদনা, প্রতিটি আঘাতের মধ্যে সুখের এক স্বাদ অনুভব করি।"

অতএব ইহা প্রেমিকের দুনিয়া এবং খোদাতায়ালা এই প্রেমের দুনিয়ারই উল্লেখ করেন যখন তিনি বলেন : الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون হে জগতবাসী! তোমরা বড়ই বেওয়াকুফ। তোমরা আল্লাহর প্রেমিকদিগকে ভয় দেখাও ? তোমরা তাহাদিগকে ভয় দেখাও যাহারা খোদার প্রেমে সব কিছু বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে ?

فمنهم من قضى نحبه

তোমরা প্রথমেও প্রত্যক্ষ করিয়াছ যে, যখন ভীতির অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল তখন ইহারা বড়ই সাহসিকতা ও নির্ভিকতার সহিত খোদার পথে কোরবানীসমূহ পেশ করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে জীবিত এই সকল ব্যক্তি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের

উপর তোমাদের ভীতির আওয়াজ কি কোন প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে? উহা ক্ষতিতে পর্যবসিত হইয়া তোমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আমার প্রিয় বান্দাদের উপর, আমার প্রেমিকদের উপর ইহার কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না।

অতএব বন্ধুত্বের ইহা একটি দিক, অর্থাৎ প্রেমের দিক। প্রেমিকের দৃষ্টিতে যখন বন্ধুত্বকে দেখা যায়, তখন এইভাবে ভীতি ও দুঃখ দূরীভূত হইয়া যায়।

বন্ধুত্বের একটি দ্বিতীয় দিক এই যে, প্রিয় স্বীয় প্রেমিকের জন্য অধীর ও অস্থির হইয়া পরে তখন সে নিশ্চয়ই ইহা পছন্দ করিবে না যে শত্রুরা ও অত্যাচারি ব্যক্তিরা তাহার প্রিয়কে ধ্বংস করিয়া দিক। তাহার ভালবাসা প্রকাশের জন্য সে কিছু পরীক্ষার মধ্যে নিশ্চয়ই ফেলে ও সুযোগ দান করে যেন অন্যান্যরাও নিজেদের চোখের সম্মুক্ষে দেখিতে পায় যে, আমার পথে এবং আমার মহব্বতে আত্মোৎসর্গ হওয়া কাহাকে বলে। ইহা কেবল প্রেমের নিদর্শন। ইহার চাইতে অধিক কিছু নয়। নতুবা ঐ প্রিয় নিশ্চয়ই পছন্দ করে না যে, আমার প্রেমিক আমার জন্য অন্যদের হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। তিনি প্রত্যেক গায়রাত প্রদর্শনকারীর চাইতে অধিক গায়রত তাহার জন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং এই উপলক্ষে যখন এই আওয়াজ ধ্বনিত হয় যে, الا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون তখন ইহাতে জামালের পরিবর্তে এক আশ্চর্যজনক জালাল সৃষ্টি হয়। এইরূপ একটি ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যায় যে, অন্য কোন আওয়াজ কখনো এইরূপ ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হইতে দেখা যায় না। খোদা স্বীয় প্রিয় বান্দাদের জন্য এবং স্বীয় প্রেমিকদের জন্য ঘোষণা করেন:

لا خوف عليهم و لا هم يحزنون

যে, আমি ইহাদের সংগে আছি। ইহারা আমার বন্ধু। তোমরা কে ইহাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন কর? তোমরা কে ইহাদিগকে ধ্বংস করার দাবি কর?

বস্তুতঃ এই বিষয়-বস্তুটি বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লাহতায়ালা বলেন যে, আমার বন্ধুদের সহিত তোমাদের আচরণ তাহাদের কিছুই ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না। এই ধারণা পরিহার কর। ইহা তোমাদের হৃদয়ের কুধারণা। ইহাকে হৃদয় হইতে বাহির করিয়া ফেল।

لهم البشرى فى الحيوة الدنيا

বড়জোর তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি পার্থিব বস্তুর উপর থাকিতে পারে। তোমরা ইহাই ভাবিতে পার। ইহার অধিক তোমরা পৌঁছিতে পারনা। তোমাদের শক্তি নাই যে তোমরা তাহাদের নিকট হইতে পৃথিবী ছিনিয়া লও। পরকালের উপরতো তোমাদের কোন অধিকারই নাই। আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি তোমাদিগকে তাহাদের নিকট হইতে দুনিয়া ছিনিয়া লওয়ারও অনুমতি দিবনা। لهم البشرى فى الحيوة الدنيا আমার যে সকল বান্দাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় আমি তাহাদিগকে শুভসংবাদ দান করিতেছি যে এই পৃথিবীও তোমাদের হইবে এবং পরকালও তোমাদের। এইখানেও তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ এবং

পরকালেও তোমাদের জন্য শুভ সংবাদ। কেহই তোমাদের কেশাগ্রও বাঁকা করিতে পারিবে না। কেননা তোমরা আমার বান্দা এবং আমার প্রিয় এবং আমার বন্ধুদের কাতারভুক্ত। لا تبديل لكلمات الله আল্লাহতায়ালা বলেন, এই কথা মনে করিওনা যে এই ঘটনা সম্ভবত একবার ঘটিল অথবা দুইবার ঘটিল অথবা চারিবার ঘটিল এবং আর ঘটিবে না। ইহা খোদার অপরিবর্তনীয় কালাম। ইহা এইরূপ একটি তকদির, যাহা কখনো তোমরা পরিবর্তন হইতে দেখিবে না। যতবার তোমরা আমার প্রেমিকদিগকে ধমক দিবে ততবার আমি আকাশ হইতে তাহাদিগকে শুভসংবাদ দান করিব। তোমাদের ধমক প্রত্যেক বারই মিথ্যা সাব্যস্ত হইবে এবং আমার শুভ সংবাদ প্রত্যেকবার সত্য সাব্যস্ত হইবে। لا تبديل لكلمات الله আল্লাহর কালামে তোমরা কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না। ইহাকে বলা হয় মহান কৃতকার্যতা। তোমরা কোন্ কৃতকার্য্যতার কথা বলিতেছ? কৃতকার্য্যতা তো উহাই যাহা খোদার তরফ হইতে লাভ করা যায়, যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়, যাহা পার্থিব জীবনকেও ধন্য করে এবং পরকালকেও ধন্য করে। উহা কোন্ কৃতকার্য্যতা যাহা পার্থিব জীবনকেও বিনষ্ট করে এবং পরকালকেও বিনষ্ট করে?

অতঃপর খোদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলেন: ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا বাহ্যিক ক্ষতি বা অপমান করা তো আলাদা কথা। হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! তুমি ইহাদের দুঃখ দানকারী বাক্য দ্বারা বিমর্ষ হইওনা। কেননা সকল মানমর্যাদা আল্লাহর নিকট রহিয়াছে এবং ইহাদের তকদিরে সমস্ত অপমান লিপিবদ্ধ হইবে। অতএব ইহাদের মৌখিক কথার কোন পরওয়া করিও না এবং কোন দুঃখ বোধ করিও না। হাঁ, আমাকে ডাক, আমাকে আহ্বান কর, আমার জন্য উঠ, আমার হুজুরে দোওয়া কর। কেননা هو السميع العليم

আল্লাহ খুব শ্রবণকারী ও খুব জ্ঞানী। যদি গিরিয়াজারীর মাধ্যমে তাঁহার নিকট এই সকল কথা পৌঁছান যায় যাহা সম্বন্ধে বান্দা জ্ঞাত, তাহা হইলে উহা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া যায়। কেননা তিনি শ্রবণকারী। কিন্তু এইরূপ চক্রান্ত ও প্রতারণা যাহা গোপন ষড়যন্ত্রের আকার ধারণ করে, যাহা সম্বন্ধে নিরীহ বান্দারা অবগতই নয় যে তাহাদের বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত চলিতেছে এবং সংগোপনে কি ধরণের ষড়যন্ত্র তৈয়ার করা হইতেছে?। এই সম্বন্ধে আল্লাহ-তায়ালা বলেন, আমি ইহার অপেক্ষা করিনা যে আমার বান্দা আমাকে বলিবে যে, এই ব্যাপার ঘটিতেছে। আমি জানি, কি ঘটিতেছে। অতএব যাহাদের বন্ধু শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাহাদের কি কোন বিপদ ঘটিতে পারে? যদি তোমরা তাঁহাকে ডাক তাহা হইলে তিনি শ্রবণ করিবেন এবং উত্তর দান করিবেন এবং যদি তোমরা কিছুই জ্ঞাত না হও তবে তিনি তোমাদের খাতিরে জ্ঞাত হইবেন। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকিবে, তিনি তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন এবং লক্ষ্য রাখিবেন যে তোমাদের বিরুদ্ধে কি কি ষড়যন্ত্র তৈয়ার করা হইতেছে।

ইহারাই হইল খোদার ঐ সকল বান্দা যাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : الا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون প্রেমিকের দৃষ্টি ভংগি হইতে দেখুন। তখনও ইহা একটি অতি সুন্দর ও আজিমুশশান আয়াত। প্রেমাস্পদের দৃষ্টিভংগিতে দেখুন। তখনও ইহা একটি অতি সুন্দর ও আজিমুশ্বান আয়াত। যে সমস্ত ব্যক্তিদের তকদিরে খোদার এই কালাম লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে কোন্ ভয়-ভীত করিতে পারে এবং কোন্ দুঃখ তাহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে?

এই সকল লোকদের বুঝাইবার জন্য আল্লাহতায়ালা দ্বিতীয় সাক্ষ্য ইতিহাস হইতে উপস্থাপন করেন। ইহাতো মোমেনের সহিত আল্লাহর কালাম এবং তাঁহার প্রেমের বিকাশ। কিন্তু পার্থিব মানুষরা কোন কোন সময় এই সকল কথা স্বীকার করিতে চায় না। তাহারা বলে, কি জানি এইবার কি ঘটিবে এবং তোমরাই বা কি জান এইবার কি ঘটিবে? আমরা তো বড় বাসনা লইয়া অগ্রসর হইয়াছি এবং অনেক প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের সামনে তোমাদের কোন মূল্য নাই। পূর্ববর্তী জাতিরা অমুক অমুক ভুল করিয়াছিল। সেই জন্য তাহারা কৃতকার্য হয় নাই। কিন্তু আমাদের পাকড়াও হইতে তোমরা রক্ষা পাইবে না। তাহারা অমুক অমুক ভুল করিয়া ছিল। সেইজন্য তাহারা কৃতকার্য্য হয় নাই। বারবার শত্রুরা এই একই ধারণা লইয়া অগ্রসর হয়। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন যে, খোদার কালামের উপর তোমরা ভরসা কর না। তোমাদের হৃদয়ে খোদার আদেশের কোন পরোয়া নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসকে কি ভাবে মিথ্যা সাবস্ত করিবে? একটি ব্যতিক্রমও তোমরা পৃথিবীর ইতিহাস হইতে দেখাইতে পারিবে না যে, খোদার নামে যাহাদিগকে হত্যা করার চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহারা কখনো ধ্বংস হয় নাই। এবং খোদার নামে যাহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাদিগকে চিরস্থায়ী জীবন দান করা হইয়াছে এবং মৃত্যু তাহাদের অদৃষ্টে লেখা হয় নাই। ইহা ঐ তকদীর যাহার উল্লেখ করিয় খোদা বলেন যে, فلم ليسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم আমাদের কথা যদি না মান তাহা হইলে পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া দেখ। একবার পৃথিবী ঘুরিয়া দেখ। জ্ঞাত হও ঐ সমস্ত জাতির অবস্থা, যাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মাটির নীচে শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাদের কাহিনী মাত্র শুনা যায়, কিন্তু যাহাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন আজ দেখিতে পাওয়া যায় না। আল্লাহতায়ালা বলেন, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। ঐ সমস্ত লোকদের অবস্থা দেখ যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল। তাহারাও তোমাদের মত আচরণ করিত এবং তোমাদের মতই তাহাদের শত্রুতা করিত যাহাদের কোন অপরাধ ছিল না। তাহারা কেবল মাত্র এই কথাই বলিত যে আল্লাহ আমাদের রাব্ব। তাহারা কেবল খোদার জন্য শত্রুতা খরিদ করিয়াছিল এবং খোদার নামে তোমরা শত্রুতা করার জন্য নির্ভীক হইয়া গেলে। ঐ সকল জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করা। دمر الله عليهم খোদা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবী হইতে তাহাদের চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবলমাত্র ভবিষ্যত জাতিসমূহের শিক্ষার জন্য সেগুলি নিদর্শন হিসাবে সংরক্ষণ করা হইয়াছে।

و للكفرين امثالها বলা হইয়াছে, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। এই ঘোষণা করিয়া দাও যে, আজকের কাফেরদের জন্য উহাই সংঘটিত হইবে যাহা পূর্ববর্তী কাফেরদের জন্য সংঘটিত হইয়াছিল। কোন নূতন বিধান জারি করা হইবে না। পূর্ববর্তী কাফেরদের যে অবস্থা হইয়াছিল এবং যেইভাবে পূর্ববর্তী জালেমদের সহিত খোদার তকদির আচরণ করিয়াছিল, আজকের কাফের ও আজকের জালেমদের সহিতও খোদার তকদির অনুরূপ আচরণ করিবে। যতবার তাহারা এইরূপ আচরণ করিবে ততবার আমরা অনুরূপ আচরণ করিতে থাকিব।

ফল কি দাঁড়াইয়াছে? ইহাই যে, ইহারা আউলিয়া-আল্লাহ। আল্লহতায়ালা বলেন, তোমরা যদি এইভাবে স্বীকার না কর, তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস হইতে শিক্ষা অনুসন্ধান কর এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যকে বিশ্বাস কর। কেবলমাত্র এই শিক্ষাই দৃষ্টিগোচর হয় যে, ইহারা আওলিয়া আল্লাহ। ইহা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষা তোমরা প্রদর্শন করিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া তাহাদের আর কোন দৃষ্টিগোচর হয় না।

যতবারই খোদার নামে খোদার বন্ধুদের উপর জুলুম করা হইয়াছে, ততবারই বিনা ব্যতিক্রমে সমগ্র বিশ্বে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দেখা গিয়াছে এবং সেই ইতিহাস এই যে, অত্যাচারিতরা ধ্বংস হয় নাই, কিন্তু অত্যাচারিদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে। যাহাদের গর্দান কর্তন করা হইতেছিল. তাহাদের গর্দানকে বরকতপূর্ণ করা হইয়াছে। যাহাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা হইয়াছিল, তাহাদের ধন সম্পদে বরকত দান করা হইয়াছে। যাহাদের লোক সংখ্যা হ্রাস করা হইতেছিল, তাহাদের সংখ্যাকে বরকত দান করা হইয়াছে। যাহাদের গৃহ জ্বালাইয়া দেওয়া হইতেছিল, তাহাদের গৃহকে বরকতময় করা হইয়াছে। যাহাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা হইতেছিল, তাহাদের সন্তানদিগকে বরকত দান করা হইয়াছে। মোট কথা, এমন এইরূপ একটি উপায়ও নাই যাহা অবলম্বন করিয়া শত্রুরা তাহাদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল এবং ঐ সকল উপায়ে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের উপর অসাধারণ বরকত দান করেন নাই।

ইহাই হইল অপরিবর্তনীয় ইতিহাস যাহা খোদাতায়ালা কোরআন করিমে পেশ করিয়া বলেন, যে, তাহা হইলে তোমরা কি কারণ দর্শাইবে। কেন ঐ সমস্ত লোকেরা ধ্বংস হয় নাই? শক্তিতো তোমাদেরই ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা তোমাদেরই ছিল। পৃথিবীর অস্ত্র-শস্ত্র তোমাদের নিকট ছিল। তাহা হইলে কি কারণ ছিল যে ঐ সকল লোক ধ্বংস হয় নাই? বিবেক-বুদ্ধি এই কথা ছাড়া আর কোন কথা স্বীকার করিতে পারেনা যে, নিশ্চয়ই মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ এবং তাঁহার সংগীরা 'আল্লাহ্ওয়ালা' ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাহাদের সাথে ছিলেন। বলা হইয়াছে : ذالك بان الله مولى الذين امنوا وان الكفرين لا مولى لهم এক কারণ নহে, আমরা দুইটি কারণ উদঘাটন করিতেছি। তোমরাতো তাহাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতেছিলে। আমরা ইতিহাসের অধ্যায় খুলিয়া তোমাদের সম্মুখে রাখিতেছি যে, তাহারা যদি আল্লাহর বন্ধু না হইত তাহা হইলে তাহারা বাঁচিতে পারিত না। বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে তাহাদের বাঁচার কোন উপায় ছিলনা। কেবলমাত্র আল্লাহই তাহাদের বন্ধু ছিলেন.

আল্লাহ বলেন, কেবল ইহাই নহে, বরং ইতিহাস আরো একটি কারণ উদঘাটিত করিয়াছে যে, হে মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহর বিরুদ্ধবাদীরা! তোমাদের কোন বন্ধু নাই। যাহাদিগকে তোমরা নিজেদের বন্ধু মনে কর, তাহাদের বন্ধুত্বকে ধূলিসাৎ করা হইবে। তাহাদের হস্তকে পঙ্গু করিয়া দেওয়া হইবে এবং খোদার মোকাবেলায় কেহই তোমাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিতে পারিবে না। কত আজিমুশশান ও কত ভয়ংকর এই কারণ যাহা ইতিহাস বারবার পৃথিবীর সম্মুখে শিক্ষা হিসাবে পুণরাবৃত্তি করিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞ ও অন্ধরা এই কারণগুলিকে দেখিতে পায় না।

অতএব আহমদীয়া জামাতের জন্য শুভসংবাদ। তাহাদের জন্যও শুভসংবাদ যাহাদের আকাঙ্খা পূর্ণ করা হইবে এবং যাহাদের বিনীত প্রার্থনাকে এই ভাবে কবুল করা হইবে যে, আল্লাহ তাহাদের পেশকৃত কোরবানী সমূহকে কবুল করিবেন, তাহাদের পেশকৃত জীবন-গুলি কবুল করিবেন, তাহাদের পেশকৃত গৃহগুলি কবুল করিবেন, তাহার পেশকৃত সারাজীবনের সম্পদকে কবুল করিবেন। لهم البشرى তাহাদের জন্য শুভসংবাদ। তাহারা ঐ সমস্ত লোক-দের দলভূক্ত হইয়া গেল যাহাদের আকাঙ্খা পূর্ণ হইয়াছে। তাহাদের জন্যও শুভসংবাদ যাহাদের জন্য খোদার গায়রত জাগ্রত হইয়া উঠিবে এবং পৃথিবীবাসীর এই শক্তি থাকিবে না ও পৃথিবীবাসীকে অনুমতি প্রদান করা হইবে না যে, তাহারা উহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে। যেভাবেই উহাদিগকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা করা হোক না কেন তাহারা পূর্বের চাইতে অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ও শক্তিশালী রূপে পরিণত হইবে। অর্থাৎ খোদা তাহাদের জন্য তাঁহার পূর্ণ জালালের বিকাশ ঘটাইবেন।

সুতরাং এইরূপ মোকাবেলার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা ঐ সকল জাতির অন্তর্ভূক্ত নই যাহারা ভীরু এবং মোকাবেলা হইতে পশ্চাদপসরণ করে। ইনশাল্লাহ, আমরা সব চ্যালেঞ্জের উত্তর দিব এবং প্রতিটি আক্রমণকে প্রতিহত করিব। কিন্তু আমাদের অস্ত্র ভিন্ন এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারীদের অস্ত্র ভিন্ন। তাহাদের বাচন-ভংগী ভিন্ন এবং আমাদের বাচন-ভংগী ভিন্ন। তাহাদের স্বর ভিন্ন এবং আমাদের স্বর ভিন্ন। তাহারা শত্রুতা ও আক্রোশের অগ্নি প্রজ্জলিত করার জন্য অগ্রসর হইবে। আমরা প্রেমের অশ্রু দ্বারা এই অগ্নিকে নির্বাপিত করিব। তাহারা পৃথিবীর তীর চালাইয়া আমাদের বক্ষকে বিদীর্ণ করিবে এবং আমরা রাত্রিতে গাত্রোত্থান করিয়া গিরিয়াজারীর সহিত দোওয়ার তীর আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিব।

অতএব, হে আহমদী। এই রমজানকে চূড়ান্ত বিজয়ের রমজানে পরিণত কর। এই ইলাহি জেহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। তোমাদের জন্য পৃথিবীর কোন অস্ত্র নাই। পৃথিবীর তীরের মোকাবেলায় তোমাদিগকে দোওয়ার তীর দ্বারা করিতে হইবে। এই লড়াই চূড়ান্ত লড়াই হইবে। কিন্তু গলিতে ও বাজারে নয়, আঙ্গিনায় ও ময়দানে নয়, বরং মসজিদসমূহে এই লড়াইয়ের ফয়সালা হইবে। নিশীথে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় ইবাদতের ময়দানকে উত্তপ্ত কর এবং এত জোরে নিজেদের খোদার হুজুরে আর্তনাদ কর যেন আসমানে আরশের পায়াও কম্পন করিতে আরম্ভ করে। "মাতা নাছরুল্লাহ"-এর আওয়াজ ধ্বনিত কর।

খোদার হুজুরে গিরিয়াজারী করতঃ স্বীয় বক্ষের জখম পেশ কর। নিজেদের ছিন্ন কলার নিজেদের রাবকে দেখাও এবং বল যে, হে খোদা!

"কওমকে জুলুম সে তং আকে মোরে পেয়ারে আজ শোরে মাহ্শার তেরে কুছা মে মাচায়া হামনে।" অতএব, জোরে আর্তনাদ কর এবং এত জোরে "মাতা নাছরুল্লাহ" এর আওয়াজ ধ্বনিত কর যেন আকাশ হইতে ফজল ও রহমতের দরজা খুলিয়া যায় এবং প্রতিটি দরজা হইতে এই আওয়াজ আসে,

ألا ان نصر الله قريب

ألا ان نصر الله قريب

ألا ان نصر الله قريب

শ্রবন কর, শ্রবন কর, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। হে শ্রবনকারীরা! শ্রবন কর, খোদার সাহায্য নিকটবর্তী। হে আমার বান্দারা শ্রবন কর, খোদার সাহায্য নিকটবর্তী এবং উহা আগত প্রায়। (আল-ফজল, ২৯শে জুন '৮৩ইং)

অনুবাদঃ **নজির আহমেদ ভুইয়া**

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

জুম্‌য়ার খোৎবা

সেয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

[১১ই মে' '৮৪ইং, মসজিদে-ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত খোৎবার সারসংক্ষেপ]

বিগত নবীদের সহিত আল্লাহতায়ালা যে আচরণ করিয়াছিলেন, আমাদের সহিতও অনুরূপ আচরণ করিবেন, ইনশাআল্লাহ। বহুল পরিমাণে দোওয়া করুন। দোওয়ার দ্বারা বিরূপ জাগতিক শক্তিগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে পারে।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) ১১ই মে '৮৪ইং লণ্ডনে প্রদত্ত জুময়ার খোৎবায় কুরআন করীমের বিভিন্ন সুরা হইতে কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করেন যেগুলিতে নবীগণের বিরুদ্ধবাদীরা সমসাময়িক নবীদিগকে বলিয়াছিল যে, 'হয়ত আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আস, নয়ত আমাদের দেশ হইতে বাহির হইয়া যাও।' (সুরা ইব্রাহীম ঃ ১৪-১৫ ; আল আ'রাফ ঃ ৮৯ ; আল-আ'রাফ ঃ ১২২—১২৭ ; আলে ইমরান ঃ ১৮ রুকু)

হুজুর (আইঃ) তাঁহার সুবিস্তারিত খোৎবায় উক্ত আয়াত সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দান করিয়া বলেন যে, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিগত নবীদের সহিত আল্লাহতায়ালা যে আচরণ করিয়াছিলেন আমাদের সহিতও ইনশাআল্লাহ অনুরূপ আচরণ করিবেন। হুজুর বলেন, নবীদের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহাদের প্রতি নিজেদের নাস্তিকতাই প্রদর্শন করিয়াছিল। বস্তুতঃ অহংকার এবং নাস্তিকতা একই বস্তুর দুইটি নাম। হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর সহিতও নাস্তিক সুলভ আচরণ করা হইয়াছিল। ফেরাউন কর্তৃকও একই ধরণের অহংকার ও নাস্তিকতারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। ইহার মোকাবিলায় ঈমানদারগণের পক্ষ হইতে "ইন্না ইলা রাব্বেনা মুনকালেবুন"—('আমরা আমাদের রব্বের দিকেই ফিরিব") সম্বলিত আদর্শ এবং অবিচল দৃঢ়তার পন্থাই অবলম্বন করা হইয়াছিল।

অতঃপর হুজুর বলেন যে, "হে খোদা! তুমি আমাদিগকে তওফিক দান কর যেন আমরা মুসলমান হিসাবেই তোমার সান্নিধ্যে হাজির হইতে পারি। প্রতিটি আহমদীর জন্য আমারা ইহাই পয়গাম। হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন, জামাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত ইহাই যে, অত্যন্ত বহুল পরিমাণে দোওয়া করিতে থাকুন। দোওয়ার দ্বারা বিরূপ জাগতিক শক্তিগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু দোওয়ার জন্য আপনাদের নিজেদের উপর ঠিক তেমনিই অবস্থার সৃষ্টি করার প্রয়োজন যেমন কুরবানীর পশুগুলিকে জবাই করার সময় উহাদের অবস্থা হইয়া থাকে।

হুজুর বলেন, আমি দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়তার সহিত বলিতেছি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গোলামগণই বিজয়ী হইবে এবং তাহাদের মোকাবিলায় সমগ্র শাক্তিবর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে ; ইনশাআল্লাহ। (সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান ২৪শে মে '৮৪ ইং)

অনুবাদ ঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**
সদর মুরুব্বী।

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৫শে মে '৮৪ইং মসজিদুল-ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াওয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :

পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাত ও আহমদীয়াতের উপর যে সব অত্যাচার চালান হইতেছে, সেগুলির পরিধি শুধু আহমদীয়া জামাত অথবা আহমদীয়াত পর্যন্তই বিস্তৃত নয় বরং প্রকৃত-পক্ষে এই অত্যাচারের আঘাত হানা হইতেছে স্বয়ং পাকিস্তানের উপর এবং মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামের উপর, এবং এই সব অত্যাচারের কুফল অবশ্য অচিরেই দেখা দিবে। যদি কাহারও অন্তরে খোদাতায়ালার ভয় ও মুসলিম বিশ্বের প্রতি দরদ এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল ভয়াবহ কুফলের কথা ভাবিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠিবেন।

নিঃসন্দেহে, আন্দোলনটি যে রূপ ধারণ করিয়াছে এবং যেদিকে ধাবিত হইয়াছে, উহাতে আহমদীয়া জামাতকেই সকল প্রকার অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হইয়াছে, যদিও আজ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অপর নামই আহমদীয়াত। আজ আহমদীরাই আল্লাহতায়ালার সেই সকল ইবাদতগুজার বান্দা, যাহাদের খাতিরে, বরং তাহাদের মধ্যে খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে এমন কিছু সংখ্যক লোকও আছেন, যাহাদের প্রতিটি ব্যক্তির খাতিরে, তিনি জাতি বর্গকে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পরওয়া করিবেন না। আমি সেই মুসলিম বিশ্বের কথা বলিতেছি না, যাহারা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অঞ্চল ও মাতৃভূমিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করিয়াছেন। বরং আমি সেই ইসলামের কথা বলিতেছি, যাহা বাহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে আকীদাগত বিভেদ ও পারস্পরিক বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও সেই ফের্কাগুলি কেবলমাত্র আহমদীয়াতের বিরোধিতায় রচিত সংহতিকে সম্বল করিয়া জীবিত আছে। সেই মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামের জন্যও চরম আশংকা আছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামের জন্য আমাদের অন্তরে দরদ বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন, এক আরব কবি কি সুন্দর কথা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ—"আমার নিজের জাতিই, যাহারা আমার ভাই উমায়্যাকে হত্যা করিয়াছে ; আমি যদি তাহাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করি তাহা হইলে সেই তীর আসিয়া আমার গায়েই লাগিবে।' কেননা ভাইয়ের দুঃখও সত্যকার ভাইয়ের মনেই গিয়া লাগে। অতএব, পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গীন এবং ভয়ঙ্কর। অন্ধকার আপনাদের কল্পনায় যতদূর আসে তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী।

বর্তমানে এই অশুভ আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে ইহার চিত্র তো একটি নরকের ন্যায়, যাহার পেট কোনও মতেই ভরে না। একটির পর আরেকটি দাবী ক্রমাগত ভাবে

উত্থাপিত হইয়া চলিয়াছে। যখন বলা হয়, "তোমাদের দাবী মঞ্জুর করা হইল। هل امتلأت — তোমাদের পেট ভরিল কি?" ইহার উত্তর আসে, هل من مزيد — "আমাদের পেট তো ভরিবার নয়, ইহাদের বিরুদ্ধে আমাদের আরো দাবী আছে, তাহা পুরণ করা হইবে কি?"

কোন কোন আলেম তো খুবই গর্বের সহিত ঘোষণা করিয়া থাকেন, "দেখ, আমরা তো তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, "অমুক অমুক দাবী মঞ্জুর করা হইবে। দেখিয়াছ! যাহা বলিয়াছিলাম, এখন তাহাই ঘটিল। আমাদের জানা ছিল বলিয়াই তো আমরা ঘটনার পূর্বেই তাহা তোমাদিগকে অবগত করিয়াছিলাম। আর এখন যাহা বলিতেছি, তার পিছনেও নিশ্চয় কিছু কারণ আছে। সেজন্য আমরা যে দাবী করিতেছি, আগামীতেও অন্যান্য দাবী যে পুরণ করা হইবে, তাহারও নিশ্চয়ই কোন ভিত্তি আছে। কোন না কোন সম্পর্কের ভিত্তিতেই আমরা এই কথা বলিতেছি। খুটির সাথে সম্পর্ক ছাড়া আমরা কি করিয়া এত লাফাইতে পারি?" তবে তাহাদের এই সব কথা কাজে পরিণত হওয়া বা না হওয়া আল্লাহতায়ালার তকদীরের উপরই নির্ভর করে। সেই জামাত যাহারা তাহাদের সবকিছু আল্লাহর হুজুরে সমর্পণ করিয়াছে, যাহারা নিজের বলিয়া কোনকিছুই বাকী রাখে নাই, সেই জামাত কোন কিছুতে ভয় পায় না, তাহারা ভয়-ভীতির মার্গ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। দুনিয়ার বুকে এইরূপ জামাত মাত্র একটিই আছে, কেননা তাহারা জীবিত অবস্থায় নিজদিগকে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সমর্পিত করিয়া বসিয়া আছে। শুধু তাকাইয়া আছে, খোদাতায়ালা তাহাদের নিকট কবে কি চাহেন, তাহাদিগকে কখন কোরবানীর জন্য আহ্বান করেন। জামাত আল্লাহর গচ্ছিত আমানতসমূহ লইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের জীবন আমানত স্বরূপ; তাহাদের সকল সম্পদ ও আসবাবপত্রও আমানত স্বরূপ, তাহাদের সন্তান-সন্ততি, বৃদ্ধ-বণিতা সবই আমানত স্বরূপ। নিজের বলিয়া তাহাদের কোন কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই জামাতকে কেহ কিরূপেই বা ভীতিগ্রস্ত করিতে পারে?! অবশ্য আল্লাহতায়ালাই জানেন, এই পরীক্ষা তিনি কতদিন চালাইবেন। তবে একটি বিষয় সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে, এই জামাতের প্রতিটি বিরোধীতাকে যেমন পূর্বে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে, ঠিক তেমনি এবারের বিরোধীতাকেও আল্লাহতায়ালা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কঠিন হস্তে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন। আল্লাহতায়ালার ফজলে আপনারা বাঁচিয়া থাকিবেন এবং দেখিতে পাইবেন যে জামাতের প্রতিটি মনঃকষ্ট দূরীভূত করা হইবে, প্রতিটি দুঃখ ও ক্ষোভ খুশী ও আনন্দে রূপান্তরিত হইবে।

কিন্তু আশঙ্কা এই যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে উহার ফলশ্রুতিতে (যদি খোদাতায়ালার সাবেক তকদীর বলবৎ হয়, তাহা হইলে) জাতির উপর কঠিনতম আযাবের দিন আসিবে, অত্যন্ত দুঃখের দিন তাহাদের জন্য নির্ধারিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আল্লাহতায়ালার সাবেক তকদীর তো ইহাই, যখন যে ধরণের বিরোধীতাই করা হইয়াছে এবং যে সব অসৎ উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহা সবই বিরুদ্ধবাদীদের উপর উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

صب عليهم سوط عذاب (সুরা আল-ফাজর : ১৪) —আয়াতে "সাব্বা আলাইহিম" কথাগুলিতে বর্ণিত 'উলটাইয়া দেওয়া'-এর যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, সেই চিত্র আমরা বহুবার পূর্ণ হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জামাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিটি প্রচেষ্টা তাহাদের জন্য বিপরীত ফল আনিয়াছে।

বর্তমানে যে সকল প্রচেষ্টা চালান হইতেছে সেগুলি যেহেতু আরও জঘন্য ও অপবিত্র, কেননা যাহারা মাতৃভূমি (পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠাকারী, সেখানকার প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের মাতৃভূমিতে নাগরিকত্বহীনে পরিণত করা হইয়াছে। এহেন অবস্থার যদি পরিবর্তন না ঘটে, তাহা হইলে সেই জাতির পক্ষে ঐ শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়া অসম্ভব যে শাস্তি তাহারা এই নির্যাতিত জামাতের নির্দোষ ও নিরাপরাধ লোকদিগকে প্রদান করিতেছে। ইহাই হইল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ও ভয়ংকর ব্যাপার, যাহার দরুন মানুষের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। মাতৃভূমিতে নাগরিকত্ব হইতে আমাদিগকে (অর্থাৎ পাকিস্তানী আহ্‌মদীদিগকে) বঞ্চিত করিয়া তাহাদের তো কোন দুঃখ বা ব্যথা নাই। কিন্তু তাহাদের নাগরিকত্ব যখন চলিয়া যাইবে তখন আমরা অবশ্যই অত্যন্ত ব্যথিত হইব। আমরা তাহাদিগকে সত্যিকার ভাবে ভালবাসি। আমরা সত্যিকার দেশপ্রেমিক। আমাদের দৃষ্টান্ত হইল সেই মাতার মত, যিনি নিজের সন্তানকে নিয়া এক মিথ্যা মায়ের সহিত মামলায় পতিত হইয়াছিলেন। বিবাদমান উভয় মাতা উপস্থিত হইয়াছিলেন হযরত সুলেয়মানের (আঃ) দরবারে। মাতৃত্বের দাবীদার উভয়ে প্রত্যেকেই বলিয়াছিল যে সন্তানটি তাহার এবং উভয়ই আর্তনাদ করিতেছিল এবং দৃশ্যত উভয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল যে, তাহারা এই সন্তান ব্যতিরেকে বাঁচিতে পারে না। তখন, হিকমত ও প্রজ্ঞার এক বিশিষ্ট মোকামে অধিষ্ঠিত হযরত সুলেয়মান (আঃ) ফয়সালা দান করিলেন যে, "বেশ, ভাল কথা! যেহেতু বিবাদ নিষ্পত্তি এক কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেজন্য শিশুটিকে সমান সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হউক এবং এক একটি ভাগ এক এক মাতাকে দেওয়া হউক।" এই কথা শুনা মাত্রই প্রকৃত মা ব্যাকুল হইয়া আর্তনাদ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, "হে আমার প্রভু! আমি মিথ্যা বলিয়াছিলাম যে সন্তানটি আমার, সন্তানটি তাহারই বটে। ইহা তাহাকে দিয়া দিন। ইহাকে দ্বিখণ্ডিত করিবেন না।" সুতরাং আমাদের অবস্থাও এই দাঁড়াইয়াছে যে মেকী মাতাদের মোকাবিলায় আমাদের নিজেদের সন্তানকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছি এবং আমরা পছন্দ করি না যে আমাদের মাতৃভূমিকে খণ্ড বিখণ্ড করা হউক, যদিও আমাদিগকে এই মাতৃভূমির নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কাজেই, পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব, এখনও অত্যাধিক দোওয়ার প্রয়োজন।

দেশ এখন এমন যুগাবর্তে প্রবেশ করিয়াছে, যে সেখানকার পরিস্থিতি ও ব্যাপার-স্যাপার জগতের দৃষ্টিতে পরিহাস ও কৌতুকের পর্যায়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। যখন মানুষকে অবস্থাবলী অবহিত করা হয় বা পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা দেখান হয়, যেগুলিতে বড়ই দম্ভ ও

গর্বের সহিত বিভিন্ন বিবৃতি ও ঘোষণাবলি প্রকাশিত হইয়া থাকে, তখন মানুষ সেগুলি বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন না। তাহারা বলিয়া উঠেন, "দেখুন, এরূপ করিবেন না, 'মিথ্যা'রও তো কোন সীমা থাকা চাই। এমনটিও কি এই যুগে ঘটিতে পারে?!" সুতরাং কোন এক স্থানে একটি ব্যাপারে কোন এক আহমদী যখন তাঁহার অবস্থাবলী তুলিয়া ধরেন, সেখানে একজন সেক্রেটারী বা পদস্থ অফিসার যাঁহার নিকট অবস্থা ও ঘটনাবলী উপস্থাপিত করা হইতেছিল তিনি বলিয়া উঠেন, "দেখুন, বস্ করুন, এই সব অবিশ্বাস্য কথা নিশ্চয় মিথ্যা। যদি আপনি মিথ্যাকে মিশ্রিত করিয়া ঘটনা পেশ করেন তাহা হইলে আপনার কেস নষ্ট হইয়া যাইবে।" সে আহমদী বলিলেন, "এখনও তো সব কথা বলাই হয় নাই। মাত্র কয়েকটি সাধারণ কথাই বলা হইয়াছে।" তখন সেই সেক্রেটারী বলিলেন, "আমি তো ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। ইহা কি সম্ভব?! এযুগে এরূপও কি ঘটিতে পারে?! জানেন কি, এখন কোন্ শতাব্দী চলিতেছে, আর আপনি কোন্ যুগের কথা শুনাইতেছেন?!" 'ইসলামের খেনমত'ও নব নব রূপ ধারণ করিয়া নুতন নুতন অধ্যায় ও পর্য্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে! এই তো কয়েক দিন পূর্বে করাচীতে তিনজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে যাহারা পঁচাত্তর বৎসরেরও অধিক বয়স্ক লোক, যাঁদিগকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, যাঁহারা চড়োই পাখীর মনেও কষ্ট দেওয়ার মত মনোবৃত্তি রাখেন না, সর্বদা দোওয়াতে মগ্ন থাকেন, এবং সরল সাদা-সিধা জীবন যাপন করেন—সেই তিনজন ব্যক্তিকে 'দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ভয়ঙ্কর উস্কানিমূলক কার্যকলাপের অপরাধে' অভিযুক্ত করিয়া জেলে আবদ্ধ করা হয়। কারণ এই যে তাঁহারা বাসে সফর করিতেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহাদের পার্শ্বে একটি লোক আসিয়া বসিল। তাঁহারা যখন বাস হইতে নামিয়া গেলেন সেই লোকটি তখন লক্ষ্য করিল, তাঁহারা কোন্ গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, এবং তাহাদের কথা-বার্তায় সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাঁহারা আহমদী। সুতরাং পুলিশের নিকট যাইয়া সে রিপোর্ট করিল যে, "অমুক গৃহে অত্যন্ত ভয়ানক ধরণের তিনজন গেরিলা-কমাণ্ডো ঢুকিয়াছে এবং তাহারা হইল তিনজন আহমদী। তাহাদিগকে যদি গ্রেফতার করা না হয় তাহা হইলে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে।" তৎক্ষণাৎ দারোগা তাঁহাদিগকে গ্রেফার করিল। এই ব্যাপারে দেশাত্মবোধ এত বেশী যে আপনারা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবেন না। অন্য প্রতিটি ব্যাপারে দেশাত্মবোধের চরম অভাব থাকিলেও আহমদীদের উপর জুলুম করার ব্যাপারে দেশাত্মবোধের চৈতন্য এবং ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগের এক নব উন্মেষ ঘটিয়াছে। তাহার এক কাল্পনিক দেশ ও কাল্পনিক ইসলামের পূজায় লাগিয়াছে। এই তো হইল অবস্থা ও পরিস্থিতি। কাহারো কোন লজ্জা-শরম নাই! ঐ সকল লোক যাহাদের চেহারা হইতে নির্মল সরলতা ও নিঃকলঙ্ক চরিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহারাই নাকি ধ্বংসাত্মক ও নাসকতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল! এই ধরণের কার্যকলাপও ইসলাম-সেবার মহৎ কীর্তি রূপে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইতেছে!! জনৈক হিন্দুকে তবলীগ করার অভিযোগে একজন আহমদীকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাও 'খেদমতে ইসলামের নবযুগে-'এর এক সুন্দর নমুনা। বুদ্ধি বিবেচনারও এক সীমা থাকা চাই এবং বুদ্ধিহীনতারও এক সীমা থাকা চাই। সেখানে তো এমন

ধরণের উলট-পালট ঘটিয়া গিয়াছে যে মনে হইতেছে, ক্রোধ ও বিদ্বেষ বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বিবেক ও বুদ্ধি-বিবেচনার কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। হিংসা-বিদ্বেষের অনল এতই প্রজ্জলিত হইয়াছে যে এই জামাতের কোন একটি ব্যক্তিও যতক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের অন্তর স্বস্তি বোধ করিবে না।

তাহাদের ইসলাম-সেবার বহর একটু অনুমান করিয়া দেখুন। তাহারা বলিতেছেন, তোমরা (আহমদীরা) হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার প্রয়াসও চালাইতে পারনা। কেননা তোমরা তাহাদিগকে নিজেদের মত মুসলমান বানাইতে চাও। অতএব এত বড় জুলুম আমরা হইতে দিব না। কেননা সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যাস্ত। অর্থাৎ খৃষ্টান, শিখ এবং হিন্দু —সকলকে আমাদেরই রক্ষা করিতে হইবে। এজন্য তাহাদিগকে, তোমাদের কবল হইতে আমরা রক্ষা করিব। ইংরাজীতে কথিত আছে: Cat is out of the bag অন্তর হইতে এই কথাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, যে তোমরা মোটের উপর আদৌ সংখ্যালঘু নও। যদি সংখ্যালঘু হইতে, তাহা হইলে আমরা যেমন প্রতিটি সংখ্যা-লঘুর সকল অধিকার সংরক্ষণ করিয়া থাকি, তেমনি তোমাদেরও করিতাম, কিন্তু তোমরা বস্তুতঃপক্ষে এক প্রাধান্য বিস্তারকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ। তোমাদের আওতা হইতে কেহই বাঁচিতে পারে না। তোমাদিগকে যতই দমন করিতে ও দাবাইয়া রাখিতে চাই, ততই তোমরা সংখ্যায় বাড়িয়া যাইতেছ। এইজন্য আমরা তোমাদের কবল হইতে নিজদিগকেও বাঁচাইব এবং অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকেও বাঁচাইব কেননা তোমাদের অস্তিত্বে তাহারা (নিজেদের ধর্মীয় অস্তিত্ব বিলোপের) আশঙ্কা বোধ করে। ইহা বাস্তব ঘটনা যে, সত্যের বিস্তার ও প্রসারে প্রত্যেকেই আতঙ্কগ্রস্ত। সুতরাং খৃষ্টানগণ তথা খ্রীষ্টানদের বড় বড় পাদরীগণ বিবৃতি দিয়াছেন যে, "ইহা এক মহান যুগ, যে যুগে আমাদিগকে আহমদীদের কবল হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। আমরা তো বড়ই বিপদগ্রস্থ ছিলাম। আহমদীদের হাত হইতে আমরা তো নিস্তারই পাইতেছিলাম না। আহমদীগণ তো এমন এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিতেছিল, যদ্বারা তাহারা আমাদের খোদাকে (যীশু খ্রীষ্টকে) মারিয়া ফেলিতেছিল (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাহার মৃত্যু সাব্যস্ত করিতেছি)। হে মোবারক কওম। আহা, তোমরা আজ চমৎকার কাজ করিয়ছ! ইহার কোন জবাব নাই!! আমাদের প্রতি তোমরা এত বিরাট অনুগ্রহ করিয়াছ যে, আহমদীদের বিপৎপাৎ হইতে তোমরাই আমাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিয়াছ।" তাহাদের পক্ষ হইতে এই ধরণের মোবারকবাদীর পত্র এবং বিপুল অভিনন্দনজ্ঞাপক বার্ত্তাসমূহ পত্রিকগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। (পাকিস্তানী) জাতির অবস্থা এখন এরূপ পর্যায়ে গিয়া উপনীত হইয়াছে; আপনারা নিজেরাই অনুমান করিতে পারেন। আল্লাহ্-তায়ালার তকদীর এই অবস্থায় আর কত দিন অপেক্ষা করিবে?!

ইহা বাস্তব সত্য যে, এই সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, দোওয়া করিবার সময় জামাত বড়ই মুশকিলে পড়িয়া যায়। আমার নিকট তাঁহাদের পক্ষ হইতে বিপুল সংখ্যায় পত্র আসিতেছে,

তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আবেদন জানাইতেছেন যে, "নির্দেশ দিন, আমরা কি করিব? আপনি আমাদিগকে দোওয়া করিবার জন্য আদেশ দান করিয়াছেন। কিন্তু অবস্থা এতই বেদনাদায়ক যে দোওয়া আসিতে চায় না এবং আমাদের এমন মনে হয় যেন আমরা অপরাধ করিতেছি।"

প্রকৃত ঘটনা এই যে, আমরা যখন এই সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আর একটি দিক সামনে আসে। উহা এত ভয়ংকর যে, উহার প্রেক্ষিতে অন্তর হইতে দোওয়া আসে না। সুতরাং আপনারা ভাবিয়া দেখুন যে, পাকিস্তানের নাম জগতে কখনও এত কলঙ্কিত ও দুর্নামগ্রস্ত হয় নাই, যতখানি কিনা বর্তমানে হইয়াছে। অপর প্রতিটি দেশের দুর্নামকে ইহা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আর তাহারা বলে কি-না যে আহমদীরা দুর্নাম রটাইতেছে। 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।" আহ্‌মদীরা তো দুর্নামের দুঃখ সহিবার জন্য বাঁচিয়া আছে। দুর্নাম তো তাহারা করিতেছে, যাহারা অতি গর্বের সহিত পত্র-পত্রিকায় দৈনিকই কলঙ্কজনক শিরোনাম সমূহ বসাইয়া নিজেদের পত্রিকা ও দেশের মুখ কালো করিয়া ফেলিতেছেন। যেমন, অত্যন্ত দম্ভ ও গর্বের সহিত প্রকাশ করিতেছেন, "আমরা তাহাদের এতগুলি লাশ তুলিয়া কবর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছি, এই এইভাবে তাহাদের বৃদ্ধ-দিগকে হত্যা করিয়াছি।" যখন তাহারা বৃদ্ধকে ছুরিকাঘাত করিতেছিল (—এমনও বৃদ্ধ যাহার বয়স ছিল পঁচাত্তর বৎসরের উর্ধে এবং যাহার দৃষ্টি শক্তি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছিল) তখন উৎসাহ ভরে তকবীর ধ্বনি দিতেছিল। চারি-পাঁচজন ব্যক্তি পালাক্রমে সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁহার দেহে ছুরি বসাইয়াছে। তারপর বল্লমের দ্বারা আঘাত হানিয়াছে এবং প্রতিটি ঘাতক ও তামাশবীন না'রা (তকবীর) উত্থাপন করিয়াছে। বেচারা বৃদ্ধটাকে মারিয়া ফেলিয়া তাহারা যেন ইসলামের কি একটা বিরাট খেদমত সাধন করিয়াছে! এহেন ঘটনা বড়ই ফখরের সহিত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশ করা হইতেছে। অতএব, পরিস্থিতি হইল এইরূপ! যেমন জনৈক কবি বলিয়াছেন:

"হুয়ে তুম্ দোস্ত্ জিস্‌কে, দুশমন উস্‌কা আসমান কিউঁ হো?"

(অর্থাৎ, তোমরা যাহার বন্ধু হইলে, আকাশ আর তাহার দুশমন হইবে কেন?)

জাতিসমূহকে ধ্বংস করিবার জন্য তোমাদের বন্ধুত্বই যথেষ্ট; তোমাদের আপনজনকে নিপাত করিবার জন্য তোমাদের সহানুভূতিই যথেষ্ট। তাই তোমাদের দুর্নাম করিবার জন্য জামাত আহমদীয়ার প্রয়োজনই বা কি?! সেখানে বড় বড় দুর্নামকারী বক্তারা আছেন যাহারা দৈনিকই দুর্নাম করিয়া চলিয়াছেন, তবুও তাহাদের পেট ভরিতেছে না, তাহাদের মনের জ্বালা প্রসমিত হইতেছে না। সুতরাং আহমদীদের মধ্যে যাহারা পাকিস্তানী তাহারা তো এমনিতেই দুঃখিত ও ব্যথিত। কিন্তু যাহারা পাকিস্তানী নহেন, তাহারাও কষ্ট অনুভব করিতেছেন, কেননা আহমদীয়াত হইল সেই ইসলাম যাহার স্বরূপ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, উহা একটি দেহের মত। উহার কোন একটি দুরবর্তী

অংগেও, যেমন অঙ্গুলীতে (এবং যদি উহাতে ষষ্ঠ অঙ্গুলী থাকে উহাতেও) যদি কাটা বিঁদিয়া যায় তাহা হইলে সারা দেহ কষ্ট অনুভব করে এবং অস্থির হইয়া উঠে। এমন তো হইতে পারে না যে সেই অঙ্গুলী যেহেতু মোখালিফের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমুকের গায়ে পড়িয়াছে অথবা অমুকের গৃহে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, সে জন্য আমর কোন দুঃখ নাই। মুসলিম বিশ্বে বিস্তৃত সমগ্র জামাত একটি অভিন্ন অস্তিত্ব স্বরূপ। সেজন্য পাকিস্তানের দুঃখই হউক অথবা অন্য কাহারও হউক, উহা জামাত আহমদীয়া সর্বত্র অনুভব করিবে. সেজন্য কিরূপেই বা বলিতে পারি যে, যাহারা পাকিস্তানী নহেন তাহারা আরামের সহিত বসিয়া আছেন। বস্তুত তাঁহারাও এই কষ্টে শরিক আছেন।

আর দ্বিতীয় অংশটি হইল ইসলামের বদনামী। এই যাবতীয় অত্যাচার ও অনাচার যদি (ইসলামের নামের পরিবর্তে ব্যক্তি বিশেষের) নিজের নামে করা হইত, তবে দুঃখ ছিল না। যেমন, দুনিয়াতে বড় বড় ডিক্টেটরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, জগতে বড় বড় জালেম অত্যাচারী জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত সাহসিকতা এবং নৈতিক মনোবলের পরিচয় দিয়াছে। এ ধরনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তাহারা বলিয়াছে, "হাঁ, আমরা এ সব কার্যকলাপ করিতেছি এবং নিজের নামেই করিতেছি।" কিন্তু সেই ধর্মকে বদনামের ভাগিদার করা, সেই ধর্মের দুর্নাম ঘটানো, যাহা বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কল্যাণকারী এবং মহানুভবতা ও উদারতার ধর্ম, তখন সেই ধর্মের বদনামীর জন্য আহমদীয়া জামাতের মনে সর্বাপেক্ষা বেশী দুঃখ সৃষ্টি করে। এহেন মানবতা-বিরোধী, অনৈসলামিক, হিংসাত্মক ও পৈশাচিক কার্যকলাপ জনিত ইসলামের অপযশ ও বদনাম, জামাত আহমদীয়ার প্রচার-কার্য্যে বহু ধরণের সমস্যা ও জটিলতা বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

ইসলামের তবলীগ ও প্রচারের কাজে আমাদের জেহাদ ও প্রচেষ্টা-প্রয়াসের প্রায় এক-শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা জগতকে ইহা বুঝাইতেছি যে, "ইসলাম জুলুম-অত্যাচারের ধর্ম নয়; তলোয়ারের সহিত আদৌ ইহার কোন সম্পর্ক নাই। তলোয়ার সদা-সর্বদা অন্যেরাই উত্তোলন করিয়াছে। সেজন্য অন্যদের জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা কেন বল-প্রয়োগে ইসলামকে দাবাইয়া ও উড়াইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ইসলাম তলোয়ার উত্তোলনে অগ্রণী ভূমিকা কখনও গ্রহণ করে নাই।" সুদীর্ঘ কালের এই প্রচার, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা যেন সহসা বিলীন হইয়া গেল !? মনে হইতেছে, আমাদের এতদিনের বক্তব্য ও সাধনা যেন এক অপঘাতেই অস্তিত্ব হারাইতেছে! এর কিছুই যেন অবশিষ্ট রহিল না! এক অত্যাচারী গোত ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেছে! যখনই কেহ ইসলামের নামে উঠিয়া বলপ্রয়োগের শিক্ষা রচনা করিয়া, স্বৈরাচার ও অত্যাচারের শিক্ষা প্রচার করিয়া এবং উহা কার্যে পরিণত করিয়া উহার কার্যকরী দৃষ্টান্ত ও বিভৎস নমুনা জগতের সামনে তুলিরা ধরে, তখন এই অত্যাচারিত আহমদীগণ, যাহারা নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগের শিকারে পরিণত হইতেছে তাহারা অপরকে তবলীগ করিতে গিয়া কঠিনতম জুলুমের শিকার হন। কেননা অপরের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে বলা হয়, "তোমরা নিজেদের অবস্থা তো দেখ! তোমরা কোথায় দাঁড়াইয়া আছ?

কোন্ ইসলামের দিকে আমাদিগকে ডাকিতেছ ? সেই ইসলামেরদিকে, যাহা তোমাদের এই দুর্গতি ঘটাইয়াছে ?" আমরা অবশ্য তাহাকে বলি, "না, আমরা তোমাদিগকে সেই ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইতেছি না। আমরা আমাদের প্রভু ও মৌলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইতেছি, যিনি ছিলেন রহমতের উৎস ও করুণার সাগর। যিনি এত দুঃখ কষ্ট সহিয়াছেন যে সমগ্র বিশ্ব-জগতের কোন বস্তু, কোন প্রাণী বা কোন মানব কখনও এতটা কষ্ট বরণ করে নাই। আমরা সেই নিঃকলঙ্ক ও পবিত্রতম দয়াল বন্ধুর ইসলামের দিকে তোমাদের আহ্বান জানাই।" কিন্তু যখন আমরা উক্ত কথাগুলি তাহাদিগকে বলি, তখন তাহারা বলিয়া উঠে, "হাঁ, তোমরা হইলে অতীতকালের বাসিন্দা। বর্তমান কালের এবং এই যুগের ইসলাম তো ভিন্নতর।" সুতরাং সকল দিক হইতেই আমাদের উপর আঘাত আসে। স্বতুদিক হইতেই দুঃখ আমাদের সহিতে হয়। কিন্তু আমরা সদা সকলকেই বলিয়া যাইতে থাকি। আমরা জানি যে পরিশেষে আল্লাহতারালা আমাদের আওয়াজকে অধিকতর শক্তি দান করিবেন। এই আওয়াজই প্রাধান্য বিস্তার করিবে ও বিজয়ী হইবে। পুনরায় সেই ইসলাম সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে যাহা ছিল মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইসলাম। যখন উহা মক্কায় (বিজয় গৌরবে) প্রবেশ করিতেছিল তখন উহা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রবেশ করিতে ছিল, যাহারা সর্বপ্রকারের জঘন্য অপরাধে অপরাধী ছিল। এরূপ ভয়াবহ দুঃখ-কষ্ট তাহারা মুসলিম নারী পুরুষ ও শিশুদিগকে দিয়াছিল যেগুলির বিবরণ ইতিহাসে পাঠ করিয়া মানুষ শিহোরিয়া উঠে। ১৪০ ডিগ্রী তাপমাত্রার রৌদ্রে, প্রস্তরময়-কঙ্করময় ভূমিতে শায়িত করিয়া তাহাদের উপর উত্তপ্ত ভারী প্রস্তরখণ্ড চাপান হইয়াছে। তাহাদের গলায় কুকুরের ন্যায় দড়ি পরাইয়া তাহাদিগকে সেই কঙ্করময় ভূমির উপর দিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। মহিলাদিগকে শিরস্ত্রাণ পরাইয়া প্রখর রোদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিতে পারিবে না। এই দাবীই আজ জামাতে আহমদীয়ার নিকট করা হইতেছে। আজ বলা হইতেছে যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্" কলেমা নিজ হাতে মুছিয়া ফেল। কেননা, তোমাদের মাঝে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দেখিয়া আমাদের রাগ আসে।" আর এইসব কথা এই যুগেরই। আপনারা চিন্তাও করিতে পারেন না যে এই যুগে এ সব ঘটিতে পারে, তবুও কার্যতঃ ঘটিয়া চলিয়াছে। যাহা হউক, এক যুগ ছিল যখন এই সব জঘন্য অপরাধ ঘটিয়াছিল। সন্তান-দিগকে মাতাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, মাতাদিগকে সন্তানদের নিকট হইতে ছিন্ন করা হইয়াছিল। নামাজ তাহাদের মনঃকষ্টের উদ্রেক করিত, এমনকি কোন কোন স্থলে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নামাযে বাধা দান করা হইত। আর আজ করাচীতে এরূপই সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, "পূর্বে তো আমরা শুধু এটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলাম যে তোমাদিগকে মসজিদে নামাজ পড়িতে দেব না। দেখিলাম, তোমরা নিজেদের গৃহে, নিজেদের লাইব্রেরীতে ও নিজেদের রিডিং রুমগুলিতে নামাজ আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছ।

তোমাদের কি অধিকার আছে যে তোমরা নামাজ আদায় কর?" আঁ-হযরত সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, আজ তদ্রূপ ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটানো হইতেছে। কিন্তু, ঐ সব অত্যাচারের নগরী মক্কায় যখন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিজয়ীর বেশে ফিরিয়া গেলেন, তখন দুনিয়ার বিজয়ীদের ন্যায় গর্ব ভরে মাথা উঁচু করিয়া প্রবেশ করিলেন না। বরং কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিনয় সহকারে আমাদের পবিত্র প্রভু মস্তক অবনত করিয়াছিলেন; এত অবনত করিয়াছিলেন যে ঘোড়ার পিঠের বা গর্দানের সহিত তাঁহার মস্তক ঠেকিয়াছিল। অত্যন্ত গিরিয়া-জারি করিতেছিলেন এবং খোদাতায়ালার হুজুরে ঝুকিতেছিলেন। এই শান ও মর্যাদার বিজয়ী ছিলেন তিনি। এই ছিলেন ইসলামের সেই পতাকাধারী, যাঁহার দিকে আমরা তোমাদিগকে আহ্বান জানাই। তিনি ঐ শহরে প্রবেশ করিলেন, যেখানে ঐ সকল লোক বাস করিত যাহারা তাঁহার চাচাকে শহীদ করিয়া, তাঁহার বক্ষ চিড়িয়া কলিজা বাহির করিয়া চিবাইয়াছিল। তিনি যখন সেই শহরটিতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন তিনি ঘোষণা করিতেছিলেন لا تثريب عليكم اليوم তোমাদের জন্য চিন্তা বা দুর্ভাবনা নাই; আমার পক্ষ হইতে তোমাদিগকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতেছি, তোমাদিগকে পাকড়াও করা হইবে না। সেই বিলাল (রাঃ) যাঁহাকে সেখানকার অলি-গলির মধ্য দিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইতো, তাঁহার হাতে পতাকা উত্তোলিত করান হইল এবং বলা হইল, আজ যে তাঁহার পতাকার নীচে আসিয়া যাইবে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা তো এহেন ইসলামই শিখিয়াছি। ইহাই আমাদের জন্মের পর দুগ্ধদানের পূর্বে আমাদের মুখে দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমাদের প্রকৃতি ও স্বভাবে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন ইসলাম আমরা জানি না। সেজন্য তাহাদের ইসলাম অন্য কিছু। আমরা কখনও উহার দিকে আহ্বান জানাই না। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইসলামের দিকে আহ্বান করার ব্রতে আমরা কখনও ক্ষান্ত হই নাই এবং হইবও না। একমাত্র এই ইসলামই জীবিত থাকিবার অধিকার রাখে। ইসলামের অপর প্রতিটি ছাপ মুছিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু আমার প্রভু ও মৌলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ছাপ জীবিত হওয়ার জন্য কায়েম হইয়াছে, মুছিয়া যাওয়ার জন্য কায়েম হয় নাই।

মোট কথা, যখন আমরা এই সকল অত্যাচারের মধ্যে দেখিতে পাই যে ইসলামের উপরও জুলুম চলিতেছে এবং স্বয়ং মুসলমান নামধারীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ইসলামের দুর্নামের উৎস হইয়া উহার অপমান ও কলঙ্ক ঘটাইতেছে, তখন, সত্য কথা বলিতে কি, আমার মুখ দিয়াও 'আইম্মাতুল তকফীর' (যাহারা কুফরী ফতোয়ার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেছে)-এর জন্য দোওয়া আসে না। সুতরাং আজ আমি ফয়সালা করিয়াছি যে তাহাদের জন্য দোওয়া বা বদদোয়া করার ব্যাপারে আমি জামাতকে আজ কোনও আদেশ-উপদেশ দিব না। কেননা

স্বয়ং আমি নিজের মধ্যেই দোওয়া করার শক্তি পাইতেছি না। অনেক চেষ্টা-প্রয়াস ও জোর প্রয়োগ করিয়াছি, ইস্তেগফার করিয়াছি—হে খোদা, আমাকে তওফিক দাও, যাহাতে 'আয়িম্মাতুল-তকফীর'-এর জন্যও দোওয়া করিতে পারি, কিন্তু কিছুতেই দোওয়া আসে না। সেজন্য আমি জামাতকেও এই ব্যাপারে স্বাধীনতা দান করিতেছি। আমার হক নাই যে, যে কঠিন মঞ্জিলে আমি নিজে পৌঁছিতে পারি না, জামাতকে উহার অনুসরণ করিতে বলি। অনেকে কান্নাকাটি করিয়া পত্র যোগে জানাইতেছেন, "আমরা (ওদের জন্য দোওয়া করিতে) পারিতেছি না, আমাদিগকে ক্ষমা করুন, খোদাতায়ালার নিকট আমাদের জন্য ক্ষমা চান।" তাহাদেরে বলিতেছি, আমি নিজের জন্যও আল্লাহতায়ালার নিকট মাফ চাহিতেছি, হে খোদা! আমাকেও ক্ষমা কর। সুতরাং আইম্মাতুল-তকফীর'-এর জন্য দোওয়া করিতে আপনারা বাধ্য নহেন। তাহারা তো অত্যাচারের চরম সীমায় গিয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ইলহামসমূহ হইতেও সন্ধান পাওয়া যায় যে এমন এক সময় আসিবে যখন কতিপয় জালিমের পক্ষে দোওয়া করিলেও সেই দোওয়া কবুল হইবে না। 'আইম্মাতুল-তক্‌ফীর' (কুফরী ফতওয়াবাজীর আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীগণ) মাত্র কয়েক জন। সমগ্র দেশ তো আইম্মাতুল-কুফরে পরিণত হয় নাই, তাহারা তো বরং এক হিসাবে স্বয়ং মজলুম। চরম নির্যাতনের চাকার নীচে পিষ্ট করা হইতেছে আমাদের দেশবাসীকে (পাকিস্তানী) এবং ইসলামকে। সেজন্য তাহাদের জন্য দোওয়া করিতে থাকিবেন। তাহাদের জন্য আমার হৃদয় হইতে এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দোওয়া নির্গত হয়, যেমন পাহাড়ী প্রস্রবণ সমূহ শক্তি প্রয়োগ ছড়াইয়া সজোরে উৎসারিত হয়। অজ্ঞানতাবশতঃ তাহাদের কেহ কেহ হয়তঃ জুলুমও করিয়া বসে কিন্তু সাধারণ মানুষ অত্যন্ত নিরীহ এবং ভদ্র। আপনারা অনুমানও করিতে পারিবেন না, প্রত্যেক বড় বড় সংকট ও বিপদের সময় পাকিস্তানের এই ভদ্র সমাজই সকল বিরোধীতা সত্বেও আহমদী ভ্রাতাদের সাহায্য করিয়াছেন। বড় বড় বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নিজেদের গৃহে আহমদীগণকে লইয়া গিয়া আশ্রয় দান করিয়াছেন, জ্বলন্ত গৃহগুলি হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন! অতএব, (সাধারণ ভাবে) জাতির বিরুদ্ধে আপনারা কিরূপেই বা বদদোওয়া করিতে পারেন? বদ-দোওয়ার প্রশ্নই উঠে না। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে আরোপিত কওম, যদি দুষ্কৃতি ও ফাসাদ এবং নির্যাতনমূলক কার্যকলাপে ইচ্ছাকৃত ভাবে শামিল না থাকে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠের পতনুন্মুখ অবস্থা সত্বেও ইহা একটি মহান জাতি। তাহাদের মধ্যে উত্তম গুণাবলী রহিয়াছে। এইগুণগুলি চাপা পড়িয়া গেলেও ইহাদের বিলুপ্তি বা অবসান ঘটে নাই। সেজন্য পাকিস্তানের জনসাধারণকে কখনও দোওয়ায় বিস্মৃত হইবেন না। মুসলিম বিশ্বকে কখনও বিস্মৃত হইবেন না। ভারতের মুসলিম জনসাধারণকেও দোওয়ায় বিস্মৃত হইবেন না। তাহাদের উপর বড় জুলুম চলিতেছে। আর সেই জুলুমও আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিতেছে। তাহাদের জন্যও কোন আওয়াজ উঠিতেছে না। মুসলিম বিশ্বে কত বড় বড়

রাষ্ট্র রহিয়াছে। তাহাদের ইসলাম-প্রীতি শুধু আহ্‌মদীয়াতের শত্রুতার মধ্যে ঘুর-পাক খাইতেছে। অন্য কিছুর মধ্যে নাই। ভারতে দশ কোটি মুসলিম রহিয়াছে। তাহাদের উপর এমন অকথ্য অত্যাচার চলিতেছে যেন তাহাদের কোন মূল্য বা অস্তিত্বই নাই। ভেড়া-ছাগলের ন্যায় তাহারা জবাই হইতেছে। গৃহে আবদ্ধ জীবন্তাবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু কাহারো টনকও নড়িতেছে না। ইসলামের জন্য কোন আশঙ্কা নাই; মুসলিম বিশ্বের জন্যও কোন বিপদের আশংকা নাই! সীমাতিরিক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে। অবাধে উৎকোচ এবং বিভিন্ন প্রকারের পাপাচার বিস্তার লাভ করিতেছে। অবক্ষয়ের দিক হইতে মুসলিম বিশ্বের জন্য কোন বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া কাহারো দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এই সবের জন্য, মুসলিম বিশ্বে যে দুর্দশা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আমরাই সবচেয়ে বেশী বেদনা বোধ করি, তাহাদের জন্য দুঃখ হয়। অতএব, তাহাদের জন্য দোওয়ার মান ও মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিন এবং নিজেদের মস্তক অধিকতর অবনত করিতে সচেষ্ট হউন। খোদার হুজুরে মাটির সহিত মাথা ঘর্ষণ করুন এবং নিবেদন জ্ঞাপন করুন যে, হে খোদা! আজ আমাদিগকে নিজেদের দুঃখও সহ্য করিতে হইতেছে এবং অপরের দুঃখও সহ্য করিতে হইতেছে। ইহা অপেক্ষা অধিক মজলুম অবস্থা আর কি হইতে পারে? যাহাদের উপর জুলুম চলিতেছে, আমরা তাহাদের জন্য উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। ঐ সকল লোকের জন্যও আমারা উৎকণ্ঠিত যাহাদের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়া তাহাদিগকে অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়। আজ মুসলিম বিশ্বের এবং সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ আমাদের অন্তরেই পুঞ্জীভূত হইয়াছে। হে খোদা! ইহা শুধু তোমার খাতিরেই; অন্য কোন কারণে নয়, লোভ, লালসা বা অন্য কোন কিছুই কারণ নয়! আমরা শুধু তোমারই সন্তুষ্টি চাই। এখন তুমিই দয়া বর্ষণ কর। প্রত্যেক আহমদী তাহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয় সেইরূপে তাহার রব্বের হুজুরে আবেদন-নিবেদন করুন। বিশেষ তরতীব অথবা বিশেষ ভাষায় ও শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে দোওয়া করা জরুরী নয়। দোওয়া প্রাণবন্ত হয় অকৃত্রিম প্রেম ও প্রীতি, নির্মল সততা, আন্তরিকতা ও মহব্বতের আবেগের দ্বারা খোদাতায়লার হুজুরে বিনয়াবনত হইয়া যে ভাবেই সম্ভব আল্লাহতায়ালার দয়া ও করুণা আকর্ষণ ও আহরণে সচেষ্ট হউন। কেননা যতই সময় অতিবাহিত হইতেছে, আমি পুনরায় ততই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে, আপনাদের তথা জামাত আহমদীয়ার জন্য কোন প্রকার আশঙ্কা নাই; আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের কোন আশঙ্কা নাই। ইহা অবশ্যই বিজয়ী হইবে, তবে দুঃখ-কষ্টের পথ অতিক্রম করিয়া বিজয়ী হইবে, কিন্তু ইহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। যাহারা খোদা ও খোদার জামাতের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে ঐ জালিমদের জন্য আশঙ্কা বিদ্যমান। সেজন্য নিজেদের দোওয়াতে এই বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখুন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর নিম্নরূপ পংক্তি দুইটিতে যে কথা বলা হইয়াছে তাহাই বলুন:

"আয় দিল্! তু নীয খাতির ইঁনা নিগাহ্ দার। কাফের কুনাদ দাও'য়া-ই-হুব্বে গায়মবরম"

"হে আমার হৃদয়! জাতির হাতে যদিও অনেক দুঃখ-যাতনা সহিয়াছ, তথাপি এ বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি রাখিও যে ইহারা, যাহাই হউক, আমার মাহ্‌বুব ও প্রিয় হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার দাবীদার।" আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের তওফিক দিন, সাহস ও উদ্যম দান করুন এবং ঐ দিন শীঘ্র আনয়ন করুন, যখন

খোদাতায়ালার ফজলে আমাদের সকল দুঃখ, খুশীতে পরিবর্তিত করা হইবে এবং সকল শোক ও বেদনা আনন্দ ও স্বস্তিতে বদলাইয়া দেওয়া হইবে। সকল চিন্তা ও দুর্ভাবনা দুরীভূত করা হইবে এবং যদি জালিমরা বিরত না হয়, তাহা হইলে প্রতিটি জুলুম তাহাদের দিকে পাল্‌টাইয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহ তাহাদের শাস্তির সেই ভয়বাহ দিনের সাক্ষাৎ হইতে আমাদিগকে নিরাপদ রাখুন। খোদা করুন, জালিমেরা যেন বিরত হয়। 'আয়িম্মাতুল কুফর' (কুফরী ফতোয়াজারীর অন্দোলনের হোতা ও নেতৃত্বদানকারীদিগ)কে যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন এবং সাধারণ মুসলিমবিশ্ব যেন ঐ সকল শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকে। আমীন। (ক্যাসেট হইতে অনুদিত) অনুবাদঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী।

আহমদী বিরোধী অর্ডিনেন্সকে শরীয়ত সম্মন্ধীয় ফেডারেল আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছেঃ

১লা জুন ইসলামাবাদ ('জং' প্রতিনিধি):—'কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী কার্য্যকলাপ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে' রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারীকৃত অর্ডিনেন্সকে আজ ফেডারেল শরীয়ত আদালতে চ্যালেঞ্জ করিয়া রিট আবেদন করা হইয়াছে। স্থানীয় এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, লাহোর বারের মির্যা নসীর আহমদ ও মুবাশ্বের লতিফ এবং রাবওয়া (জামেয়া আহমদীয়া)-এর লেকচারার হাফেজ মুজাফফর আহমদ রিট আবেদনটি দায়ের করিয়াছেন।

রিটে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতির অর্ডিনেন্সটি ইসলাম বিরোধী এবং কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি। এতদ্বাতীত,, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সকল প্রকার নীতিমালার পরিপন্থী।

রিটে আজান এবং মসজিদ শব্দ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞাকে ইসলামী আইন প্রণয়নের নীতির পরিপন্থি বলিয়া চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। রিটে ইহাও বলা হইয়াছে যে, নিজেকে মুসলমান বলিবার কাহারও অধিকার, শরীয়ত অনুযায়ী হরণ করা যায় না।

রিটে এই পন্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে যে, ইসলাম একটি যুক্তিবদী ধর্ম এবং কুরআন করীমে স্বয়ং কাফেরদিগকে দাওয়াত দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা তাহাদের আকীদার স্বপক্ষে দলীল পেশ করুক।

দরখাস্ত পেশকারীদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, তবলীগের উপর নিষেধ আরোপ ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থী। (দৈনিক 'জং' (লাহোর) ১লা জুন ১৯৮৪)

এক ঐশী নিদর্শনঃ

বাহাওয়লপুরের (পাকিস্তান) এক বুযুর্গ আহমদী ছয় মাস পূর্বে এক গায়ের আহমদীকে সিলসিলার কোন বই পড়িতে দিয়াছিলেন। ইদানিং সেখানকার কোন মৌলবী ঐ বইয়ের সন্ধান পাইয়া সেই গায়ের আহমদীকে বই সহ লইয়া পুলিশের নিকট যায় এবং বুযুর্গের বিরুদ্ধে তবলীগ করার নালিশ করে. পুলিশ সংগে সংগে ঐ বুবুর্গকে ধরিয়া লইয়া যায়। তিনি ঐ গয়ের আহমদীকে ইদানিং কোন বই দেন নাই বরং ছয় মাস পূর্বে তিনি বই দিয়াছিলেন বলা সত্বেও পুলিশ তাহা মানে নাই। বুযুর্গের ঐ এলাকায় বিশেষ প্রভাব ছিল, স্থানীয় গায়ের আহমদীরা পর্য্যন্ত পুলিশের নিকট তাঁহার জন্য সুপারিশ করে, কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। তাঁহাকে হাজতে আটকাইয়া পুলিশ বলে যে, আগামী কাল দেখা যাইবে। উক্ত মৌলবী পরের দিন মোটর কারচালাইয়া কোথাও যাইতেছিল; পথে দুর্ঘটনায় সে ড্রাইভার সহ মারা যায়। এই সংবাদ শুনিয়া বুযুর্গের গুণমুগ্ধ গায়ের আহমদীগণ কোর্টে গিয়া জানায় যে, খোদাতায়ালা সত্যমিথ্যার ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন, এখন বুযুর্গকে ছাড়িয়া দিন। ইহাতে ঐ আহমদী বুযুর্গ নিস্কৃতি পান, আলহামদুলিল্লাহ।

ঈদুল-ফিৎরের খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মোসলেহ মওউদ (রাঃ)

[১৯৪৭ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে মসজিদে আকসা কাদিয়ান মোকামে প্রদত্ত]

নবীগণের জামাতে বিপদের ঝড় তুফান লাগা স্বাভাবিক। ইহাতে ইলাহি সিলসিলা ধ্বংস হয় না, বাধা প্রাপ্তও হয় না। ইহার দ্বারা সিলসিলার পরীক্ষা হয় না, পরীক্ষা হয় মোমেনগণের। সুতরাং আত্ম-পরীক্ষা কর। তুফান সংক্ষুব্দ সমুদ্রে ঢেউয়ের উপর জাহাজ উঠানামা করিতে দেখা গেলেও যেমন জাহাজ আগাইয়া চলে, তেমনি বিপৎপাতে সেলসেলা আগা-ইয়া চলে। অহংকার, গর্ব, আত্মশ্লাগা পরিহার কর। খোদা ও তাঁহার রসুলের কাজ আমরা করিয়াছি বলিও না। খোদা ও তাঁহার রসুল করেন বল। আমরা অসহায় ও দুর্বল বান্দা মাত্র।

যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে এবং যখন হইতে পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ হইতে রসুলগণের আগমন আরম্ভ হইয়াছে, আল্লাহ্তায়ালার এই সুন্নত চলিয়া আসিতেছে যে, আল্লাহ্তায়ালার দ্বারা রোপিত বৃক্ষ সদা ঝড় তুফানের মধ্য দিয়াই উন্নতি করিয়া থাকে। আল্লাহ্তায়ালার জামাতের জন্য ইহা ফরজ হইয়া থাকে যে তাহারা এই সকল ঝড় তুফান ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিবে এবং কখনো নিরুৎসাহ হইবে না। যে কাজের জন্য ইলাহী জামাতকে খাড়া করা হয়, উহা খোদাতায়ালার কাজ, বান্দার নহে। সুতরাং ঐ সকল ঝড়-তুফান, যাহা বাহ্যতঃ ঐ কাজের উপর প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, বস্তুতঃ উহা বান্দাদের উপর প্রবাহিত হইতে থাকে, ঐ কাজের উপর দিয়া নহে। দেখিতে দৃষ্টি-বিভ্রম হইয়া থাকে, যেমন তোমরা রেলগাড়ীতে সফর করিবার সময় দেখিয়া থাকিবে যে যদিও প্রকৃতপক্ষে রেলগাড়ী চলিতে থাকে কিন্তু তোমরা দেখ যেন গাছ-পালা ও মাঠ-ময়দান চলিতে থাকে। অনুরূপ ভাবে যখন এলাহি সিলসিলার উপর ঝড়-তুফান আসে, তখন জামাতের লোকেরা মনে করে, সেই ঝড়-তুফান তাহাদের উপর নয় বরং সিলসিলার উপর আপতিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আসল ঘটনা এই যে, উহা সিলসিলার উপর পতিত হয় নাই বরং ব্যক্তিবর্গের উপর পতিত হইয়া থাকে। যাহারা এই সিলসিলার উপর ঈমান আনিয়া থাকে, তাহাদিগের উপর আল্লাহ্তায়ালা ঝড়-তুফান প্রেরণ করিয়া মোমেনগণের পরীক্ষা লইয়া থাকেন। খোদাতায়ালার

কালাম এবং তাঁহার প্রেরিত শিক্ষার পরীক্ষা লইবার প্রশ্নই উঠে না। কারণ পরীক্ষা মানুষের লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং ঝড়-তুফান মানুষের উপর আসে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য মনে করিয়া থাকে যে, ইহা অন্যের উপর আসিয়াছে এবং এই তুফান, যাহা তাহাদিগকে আঘাত করিতেছে, উহার সম্বন্ধে তাহারা খেয়াল করিয়া থাকে যে, উহা খোদাতায়ালার সিলসিলার উপর আঘাত হানিতেছে। তখন এইরূপ মানুষের দৃষ্টান্ত হুবহু সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া থাকে, যে কাদিয়ানের বাসিন্দা ছিল এবং সৎ ছিল, কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে কিছু দোষ ছিল এবং তাহার এই পীড়া বংশ-পরম্পরায় ছিল। সে অত্যন্ত শরীফ এবং লজ্জাশীলা ছিল। কিন্তু পাগলামীর সময় সে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন সে আমার মরহুম নানী সাহেবার কাছে বসিয়াছিল। সেদিন তাহার মাথা কিছু ভাল ছিল এবং আক্রমণ প্রবল আকারের ছিল না। আরো কয়েকজন স্ত্রীলোক নিকটে বসিয়াছিল। এমন সময় ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। আমার মরহুম নানী সাহেবা বলিলেন, ভূমিকম্প হইতেছে। ইহা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটি তাহার হাত মরহুম নানী সাহেবার উপর রাখিল এবং বলিতে লাগিল, 'বিবি, ঘাবরাইও না, ভূমিকম্প আসে নাই বরং আমার মাথা চক্কর দিতেছে।' ঠিক এমনি অবস্থা উপরে বর্ণিত ব্যক্তির হইয়া থাকে। প্রভেদ এতটুকু যে ঐ স্ত্রীলোক বলিয়াছিল তাহার মাথা চক্কর দিতেছে, কিন্তু এই পরীক্ষার সময় লোক মনে করে যে, সিলসিলার মাথা চক্কর দিতেছে। সুতরাং আমাদের জামাতের সব সময় স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সেই চারাগাছ, যাহা খোদাতায়ালা লাগাইয়াছেন, উহা বাড়িবে এবং ফল-ফুলে সুশোভিত হইবে এবং উহাকে ঝড় তুফানে ধ্বংস করিতে পারিবে না। অবশ্য আমাদের গাফলতি, আমাদের শিথিলতা এবং আমাদের পদ-স্খলনের জন্য যদি কোন ঠোকর আসে তাহা হইলে উহা আমাদের জন্য হইবে, সিলসিলার জন্য নহে। যদি আমরা নিজেদের ভারসাম্য ঠিক রাখি এবং ঈমানকে মজবুত করি, তাহা হইলে ঐ সকল বিপৎপাৎ আপনা আপনি চলিয়া যাইবে। বরং ঐ সকল বিপৎপাৎ আমাদের জন্য বরকত এবং রহমতের কারণ হইবে। রসুল করীম (সাঃ) যখন মক্কা হইতে হিজরত করেন, তখন লোকে মনে করিয়াছিল যে তাহারা তাঁহার কাজের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে এবং এই ঘটনা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের জন্য এক ধ্বংসাত্মক আঘাত। কিন্তু লোকে যাহাকে ধ্বংসাত্মক মনে করিতেছিল উহা বরকতপূর্ণ প্রতিপন্ন হইল। জগৎ জানে যে উহা ধ্বংসাত্মক ছিল না বরং উহা আল্লাহর বরকত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল এবং উহা ইসলামের উন্নতির জন্য এক ভিত্তি স্বরূপ হইল। সুতরাং আমাদের জামাতের লোকদের নিজ নিজ ঈমানের চিন্তা করা উচিত। যদি তোমরা নিজেদের ঈমানকে বাড়াও এবং মজবুত কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য বৎসরে কেবল দুই ঈদ আসিবে না বরং প্রত্যেক নূতন দিন তোমাদের জন্য ঈদের দিন হইবে এবং প্রত্যেক নূতন রাত তোমাদের জন্য নূতন চাঁদ লইয়া উদিত হইবে। তোমরা খোদাতায়ালার সম্মানিত জামাত। খোদাতায়ালা তাহার সম্মানিত জামাতকে সকল সময় উন্নত এবং বর্দ্ধিত করিবার জন্য তৈয়ার থাকেন। যদি

কোন ত্রুটি হয়, তবে সে আমাদের পক্ষ হইতে হয়। আমরা দেখি যে, শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত না কাঁদে, মা তাহাকে স্তন দেয় না। অথচ মায়ের স্তন সকল সময় শিশুকে দুগ্ধ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। যেমনি শিশু কাঁদিয়া উঠে, অমনি মা তাহাকে বুকে চাপিয়া স্তন পান করাইতে থাকে। সুতরাং সব সময় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়ায় লাগিয়া থাক এবং নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত কর। এখন যেহেতু তোমাদের যখম তাজা আছে, সেইজন্য এখন আমি উহাতে হাত দিতে চাই না যে, যে বিপৎপাৎ* ঘটিয়া গেল উহার মধ্যে তোমাদের নিজেদের অনেক খানি জিম্মাদারী রহিয়াছে। কিন্তু যেহেতু আমি এখন তোমাদের যখমকে ঘাঁটাইতে চাহি না, সেই জন্য আমি তোমাদের ত্রুটি সমূহ উপেক্ষা করিয়া গেলাম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে ইহা বলিয়া দিতে চাই যে ইহাতে তোমাদের দুঃখিত ও নিরুৎসাহ হইবার প্রয়োজন নাই। আজিকার দিন ঈদের দিন এবং ঈদের দিন অবশ্যই উহার সহিত বহু আনন্দ বহন করিয়া আনে। যদি কাহারও গৃহে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অথবা দুঃখ পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথক কথা, কিন্তু সাধারণ ভাবে আজিকার দিন উহার সহিত বহু আনন্দ বহন করিয়া আনে। যদি তোমরা নিজেরা নিজেদের অন্তরকে যখম করিয়া থাক, তাহা হইল পৃথক কথা, নচেৎ মামুরের যুগ আনন্দ বহন করিয়া আনে। উহার গতি সদা উর্ধের দিকে, উহার গতি কখনও নীচের দিকে হয় না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সংকোচনকারী এবং প্রসার দাতা হইয়া থাকেন, যেরূপ জাহাজ কখনো ঢেউয়ের সঙ্গে উপরে উঠে এবং কখনো নীচে যায়। যাহারা কখনো সমুদ্রে সফর করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, কখনো মনে হয় জাহাজ নীচের দিকে যাইতেছে এবং কখনো মনে হয়, উহা উপরের দিকে উঠিতেছে, অথচ জাহাজ সদা আগে বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু যাহারা সফরকারী তাহাদের মনে হয় যেন, জাহাজ কখনো নীচে আসিতেছে এবং কখনো উপরে উঠিতেছে। অথচ আসলে জাহাজ আগেই চলে উহা নীচে নামে না, উপরেও উঠে না। জাহাজের উপর-নীচে হওয়া উহার উপর-নীচ হওয়া নহে, বরং সমুদ্রের ঢেউ সমূহের উর্ধ এবং নিম্ন গতি হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে আম্বিয়ার জামাত ঝড় তুফানের মোকাবেলা করিয়া আগে বাড়িতে থাকে এবং সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া আগে চলিতে থাকে। এমনকি তাহাদের জাহাজ নিরাপত্তার সহিত সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছায়, যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক তাঁহার রসুলকে দেওয়া ওয়াদাসমূহ পূর্ণ হইতে দেখে। সুতরাং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য একটি জিনিসের দরকার। উহা এই যে, নিজেদের মধ্যে নেক এবং পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা। নবীগণের জামাতের মধ্যে বিনয় এবং নম্রতা থাকিতে হইবে। অহংকার এবং গর্ব থাকিবে না। তাহাদের মনের মধ্যে কখনই এই খেয়াল না জাগে যে,

---

* ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত বিভাগের ফলে জামাতে আহমদীয়াকে তাহাদের চিরস্থায়ী মরকজ কাদিয়ানকে অস্থায়ী ভাবে ছাড়িতে হয়। এই ঈদ ১৯শে আগষ্ট তারিখে হয়। ইহার কয়েকদিন পরে মেয়ে-ছেলেদের প্রথম কাফেলা লাহোরে চলিয়া যায়।

আমরা অপন বাহুবলে কাজ করিয়া লইব। যদি তাহারা সত্য সত্যই স্বীয় বাহুবলে কাজ করিয়া লয়, তাহা হইলে খোদাতায়ালা এবং নবীগণের মোজেযার কি নিদর্শন বাকী থাকিবে? তোমরা সব সময় হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁহার সত্যতার ইহাই দলিল দিয়া অসিতেছ যে হযরত মুসা (আঃ)-এর দ্বারা যাহা কিছু হইয়াছিল উহা হযরত মুসা (আঃ)-এর জামাত করিতে পারিত না। তোমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সম্বন্ধেও এই দলিল দিয়া থাক যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বারা যাহা কিছু সাধিত হইয়াছিল উহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জামাত দ্বারা হওয়া সম্ভব ছিল না। অনুরূপ ভাবে তোমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আসার ইহাই দলিল দিয়া থাক যে, তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাঁহার জামাত উহার কিছুই করিতে পারিত না। কিন্তু তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় ইহা বলিয়া ফেল, যে, আমরা ইহা করিব এবং আমরা উহা করিব। অবশ্য তোমরা ইহার সহিত এই কথাও সংযোগ করিয়া থাক যে, ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলের একবার তোমরা কেবল মুখে করিয়া থাক। মুখে প্রত্যেকে বলিয়া থাকে যে আল্লাহতায়ালার ফজল, কিন্তু সত্য কথা এই যে কাজের বিবরণের মধ্যে যাইয়া তোমাদের মনে এই অনুভূতির সৃষ্টি হয় যে, আমরা ইহা করিয়া লইব। ইহা বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়ায় যে জামাতের উন্নতি খোদাতায়লার হাতে নাই বরং তোমাদের হাতে রহিয়াছে। এই ভাবে তোমরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতাকে বাতিল করিতে চাহ এবং ইহা সাব্যস্ত করিতে চাহ যে নাউযুবিল্লাহ তাঁহাকে খোদাতায়ালা খাড়া করেন নাই। যদি তোমাদের কথা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলিতে হইবে। যদি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আল্লহ্‌তায়ালার সত্য নবী ছিলেন এবং নিশ্চয়ই সত্যবাদী ছিলেন, তাহা হইলে তোমাদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং নিজেরা নিজেদিগকে কেন এরূপ স্থানে খাড়া কর, যেখানে তোমারা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মোকাবিলায় পড়িয়া যাও? যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের মধ্যে এই একীন ও নিষ্ঠা সৃষ্টি হয় যে, যাহা কিছু ঘটে তাহা সব খোদাই করেন এবং খোদাতায়ালার কাজকে সম্পুর্ণ করা তোমাদের শক্তির উর্ধে এবং বস্তুতঃ এইরূপই, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খোদাতায়ালার স্থান এবং উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দাও না এবং তাঁহার কুদরতকে মান না যতক্ষণ না তোমরা খোদাতায়ালার শান এবং কুদরতকে সাচ্চা দিলে একরার কর, ততক্ষণ খোদাতায়ালা কি ভাবে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন? তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে শুধু এতটুকু অনুধাবন কর যে, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে কোরবানীর পশু বানাইয়াছেন। কেহ ইহা বলিতে পারে না যে ঈদ পশুগুলির দ্বারা হইয়া থাকে। ঈদ পৃথক জিনিস এবং পশু পৃথক। সুতরাং তোমরা নিজেদের দিলের মধ্যে এই একীন রাখ যে তোমরা কোরবানীর পশু মাত্র এবং যাহা কিছু আছে তাহা শুধু খোদা, তোমরা কিছু নহ। যেদিন তোমরা এইরূপ দীনতার মোকামে খাড়া হইবে এবং যে দিন তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য স্বীকৃতির মোকাম লাভ করিবে, যদিও এখন আল্লাহ্‌র সাহায্য তোমাদের সামিলে-হাল রহিয়াছে, তথাপি যখন ঐ সময়ের জন্য সাহায্য আসিবে, তখন উহা এখন হইতে বহু বড় আকারে আসিবে। সুতরাং তোমরা নিজদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরতের অস্ত্র বানাও। এখন দুনিয়াতে হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাহারা

মুচি-মেথরের কাজ করিয়া থাকে, তাহারাও মানুষ কিন্তু বাজারে ঢেঁড়রা পিটাইয়া দেখ যে অমুক মেথর অমুক গ্রাম হইতে আসিয়াছে কিংবা অমুক মুচি অমুক গ্রাম হইতে আসিয়াছে তাহা হইলে কি লোক তাহাদিগকে দেখিতে আসিবে? অথবা ইহাতে শহরে কোন আলোড়নের সৃষ্টি হইবে? যদি শহরে কোন আলাপ উঠে, তাহা হইলে লোকে ইহাই বলিবে যে, যে ব্যক্তি ঢেঁড়রা দিয়াছে তাহার মস্তিস্ক খারাপ হইয়াছে। কিন্তু শহরে যদি ঘোষণা করা হয় যে, লাহোর শহরে নেপোলিয়নের জুতা আনা হইয়াছে, তাহা হইলে লোকে নেপোলিয়নের জুতা দেখিবার জন্য দলে দলে লাহোর শহরের দিকে ধাবমান হইবে। যখন দেখ, এক মরা বকরীর চামড়ার দ্বারা বানানো একটি জুতা একজন মানুষের মোকাবেলায় কি মর্যাদা রাখে? যদি সেই মেথর জ্ঞান অর্জন করিত এবং উন্নতির ময়দানে প্রতিযোগিতা করিত, তাহা হইলে সে হয়তো জেনারেল বা বাদশা হইতে পারিত। কিন্তু মুচি হিসাবে তাহার শহরে আগমনে কোন আলোড়ন সৃষ্টি হইল না কিন্তু নেপোলিয়ানের জুতার খবর শুনিয়া সারা শহরে উহাকে দেখিবার জন্য এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। সাধারণভাবে পুরানো কালীন দুই চারি টাকায় বিক্রি হইত কিন্তু যদি কোন সাবেক বাদশাহ বা সম্রাটের কোন কালীন হইত, তাহা হইলে লোকে উহাকে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করিত এবং কোন কোন সৌখিন লোক ইহাকে ৪০/৫০ লক্ষ টাকা দিয়াও খরিদ করিতে প্রস্তুত থাকিত। ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ার নিজের হাতে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, উহা ইদানিং ৪০/৫০ হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে বরং এইরূপ পুরুষও আছেন যাহাদের শুধু এক স্পর্শে একটি নগণ্য বস্তু মহা মূল্যবান হইয়া যায়।

সুতরাং তোমরা ইহা মনে করিও না যে তোমরা কোন কাজ করিলে তোমরা বড় হইয়া যাইবে বরং ইহা মনে করিবে যে তোমরা কিছুই করিতে পার না। আমাদের খোদাই আমাদের খোদাই আমাদের সব কাজ করিয়া থাকেন। নিশ্চয় এই গর্ব যে তোমরা নিজেদের কাজের উল্লেখ করিয়া তোমরা নিজদিগকে বড় সাব্যস্ত করার চেষ্টা কর, এতটুকুও নহে, যতটুকু এই গর্ব যে, তোমরা খোদাতায়ালার হাতিয়ার বনিয়া যাও। হাতিয়ার নিশ্চয়ই প্রাণহীন বস্তু কিন্তু ইহা মনে করিও না যে, হাতিয়ার হইয়া তোমরা প্রাণহীন বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। যদি বাদশার কর্তা কিংবা কোন বাদশার কলম কিংবা সেক্সপ্রিয়ারের পুস্তক কোন মর্যাদা রাখে, তাহা হইলে তোমরা জানিয়া রাখ যে, যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার হাতিয়ার হইয়া যায়, তাহার মর্যাদা কি হইবে? অতএব আমি বন্ধুদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা অহংকার বা গর্বের খেয়াল ছাড়িয়া দাও এবং নিজেদের নফ্‌সের উপর এক মৃত্যু আনয়ন কর, যাহাতে আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে নিজ হাতিয়ার বানাইয়া লয়েন। স্মরণ রাখিও যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নফ্‌সের মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার, গর্ব এবং আত্মশ্লাঘা বাকি থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নফ্‌সের কোন মূল্য নাই।

এখন আমি দোওয়া করিতেছি, যেন আল্লাহতায়ালা আমাদের জন্য স্বীয় ফজলের বারি বর্ষণ করেন এবং আমাদের জন্য সকল ঈদ সত্যকার অর্থে ঈদে পরিণত হয় এবং প্রত্যেক ঈদ আমাদের মধ্যে বিনয় এবং নম্রতার রুহ্ সৃষ্টিকারী হয় এবং অহংকার সৃষ্টি কারী না হয়। এবং আমরা যে কোন কাজ করি, উহার সম্বন্ধে এই একীন রাখি যে এই কাজ খোদাতায়ালা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নগণ্য এবং দুর্বল বান্দা মাত্র!

(১৯৪৭ সালের ২৫শে আগষ্টের 'আল-ফজল হইতে অনুদিত)

অনুবাদঃ মোহতারম **মৌঃ মোহাম্মদ,** (আমীর বাঃ আঃ আঃ)

আহমদী-বিরোধী অর্ডিন্যান্সের প্রত্যাহার দাবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'দি মুসলিম' (ইসলামাবাদ) ঃ

(২৪ শে মে' ৮৪ইং সংখ্যা)

সাম্প্রতিক কালে পাকিস্তানে কাদিয়ানী-বিরোধী যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, তাহা আমরা স্বল্প-জ্ঞানী সরল মনে অনেকগুলি প্রশ্ন জাগিয়াছে।

আমাদিগকে পড়ানো হইয়াছিল যে, কোন ব্যক্তি কলেমা পড়িলেই ইসলামে দাখিল। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহ, ফেরেশতা, স্বর্গীয় কিতাবাদি, নবীগণ তকদীরের ভাল-মন্দ, শেষ বিচারের দিন এইগুলিতে যাহারা বিশ্বাস আনয়ন করে, তাহারাই মুসলিম। হাদিসে আমাদিগকে পড়ানো হইয়াছিল যে, আল্লাহর নবী (সাঃ) বলিয়া গিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আমাদের মতই নামাজ পড়ে, আমাদের 'কিবলা'র দিকেই মুখ করে এবং আমাদের জবেহ করা গোস্ত খায়, সে নিশ্চয় মুসলিম। তাহার জন্য আল্লাহ ও রসুলের জামানত রহিয়াছে।" এই সব কথা সত্য হইয়া থাকিলে প্রশ্ন জাগে, কাদিয়ানীরা কি এই গুলিতে বিশ্বাস করে ও পালন করে ?

মোনাফেকদের সম্বন্ধে কোরআন অনেক সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছে। আল্লাহ তাহাদিগকে 'কাফের' বলিয়াছেন, কিন্তু আবদুল্লাহ-বিন-উবাই ব্যতীত অন্য কোনও মোনাফেকের কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই এবং ইহা একটি সত্য ঘটনা যে, এই আবদুল্লাহ-বিন-উবাইর 'জানাজা' স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ) পড়াইয়াছিলেন। পবিত্র মহানবীর (সাঃ) এই আচরণ হইতে আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মুসলিম বলিয়া পরিচয় দানকারী কোনও ব্যক্তিকে অন্য কোনও ব্যক্তিই (এমনকি স্বয়ং রসুলুল্লাহও) মুনাফেক বলিতে পারেন না। এখানে আবার প্রশ্ন দাঁড়ায় কাদিয়ানীরা নিজেকে 'মুসলিম' বলে কি না। যদি তাহারা নিজেকে মুসলিম বলিয়া দাবী করেন, তবে অন্যের কি অধিকার আছে যে, তাহাদিগকে অন্য কিছু বলে ?

কাদিয়ানী বিরোধী অধ্যাদেশে, কাদিয়ানীদের নামাজের স্থানকে মসজিদ বলা নিষেধ করা হইয়াছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে, আরবরা তাহাদের মূর্ত্তি উপসানালয় গুলিকেও মসজিদ নামেই আখ্যায়িত করিত। কাজেই মসজিদ শব্দটি একচেটিয়া ইসলামী শব্দও নয়। এমনকি আল্লাহ্তায়ালার নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত পৌত্তলিকরাও মসজিদে-হারামের প্রদক্ষিণসহ হজ্ব পালন করিত। তাহাদের হজ্বের 'আরকার' পৃথক ছিল। তথাপি তাহারা মুক্ত ভাবে তাহাদের নিয়মানুযায়ী কা'বার হজ্ব পালন করিত। অবশ্য পরে, কোরআনে নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হইলে, তাহা বন্ধ করা হয়। কাদিয়ানীদের ব্যাপারে এইরূপ কোনও নিষেধাজ্ঞা আছে কি ? কাদিয়ানীরা আমাদের মতই ধর্মীয় শব্দাবলী উচ্চারণ করে ও প্রার্থনা করে এমতাবস্থায়, তাহাদিগকে ইহুদী, নাসারা বা হিন্দু কি করিয়া বলা যাইতে পারে ? তাহারা তো অন্য পদ্ধতিতে প্রার্থনা করে। এই প্রসংগে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের উপজাতীয় অঞ্চলের শিখরা তাহাদের মন্দিরকে 'জামাত' বলে। এই শব্দটি 'মসজিদের'ই পশতু প্রতিশব্দ।

ইসলামের নবী (সাঃ) নাজরাণের খৃষ্টানদিগকে মদিনায় মসজিদে-নবুয়ীতে তাহাদের প্রার্থনা সারিবার অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কাদিয়ানীদেরকেও আমরা আমাদের মসজিদে নামাজ পড়িতে দিয়া সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে পারি। বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, তাহারা আমাদের মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য জেদ ধরে না।

কাদিয়ানীদের 'আজান' নিষেধের ব্যাপারেও একই কথা বলা যাইতে পারে। যদি কাদিয়ানীরাও একই 'আজান' উচ্চারণ করে, তাহা হইলে আমাদের আজানকে অনুকরণ করিতে দেওয়ার মাঝে বাধা কেন?

যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই সব ব্যাপারে আলোকপাত করিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিতে আগাইয়া আসেন, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়। ইহা এক পরিহাস যে ভারতে যাহারা মুসলমান রূপে মৃত্যু বরণ করে, পাকিস্তানে তাহারাই 'অমুসলিম' নামে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। —**এ, জামান,** পেশোয়ার সিটি। (ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

(১) অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমার মাতা ও ক্রোড়া জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম আফছরউদ্দিন ভুইয়া সাহেবের স্ত্রী মোসাম্মৎ ছালেহা খাতুন বিগত ৫ই জুন ১৯৮৪ইং মঙ্গলবার সকাল ৮-৩০ মিঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ৭২ বৎসর বয়সে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন। মরহুমা অত্যন্ত মুখলেছ ও দ্বীনের খেদমতগার ছিলেন। ১৯২৬ সন হইতে তিনি জামাতের খেদমত করিয়া আসিতেছিলেন। জামাতের মোবাল্লেগিনদের আতিথেয়তা করা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি, আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার রুহের মাগফিরাত করেন, জান্নাতে উচ্চ মোকাম দান করেন এবং তাহার সন্তান সন্ততিকে ধৈর্য্য ধারনের এবং সর্বপ্রকার কোরবানী করার তৌফিক দান করেন। আমীন। —**মোঃ ছাদেক ভুইয়া** জেঃ সেক্রেটারী, মতিঝিল হালকা, ঢাকা।

(২) অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত কামালপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রবীণ আহমদী মৌলভী রহমতুল্লাহ মিয়া বিগত ৩রা জুন ১৯৮৪ইং রাত্রি ১১টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে . . . রাজেউন। তিনি অত্যন্ত মুখলেছ আহমদী ছিলেন এবং জামাতের জন্য অনেক কোরবানী করিয়াছেন।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট অনুরোধ জানাইতেছি তাঁহারা যেন মৌলভী রহমতুল্লাহ মিয়ার রুহের মাগফেরাতের জন্য খাসভাবে দোওয়া করেন। আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে তাহার বিয়োগ ব্যাথা সহ্য করার তওফিক দান করেন ও তাহার সন্তানদিগকে জামাতের খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

—নাজির আহমেদ ভুইয়া
সেক্রেটারী, রিস্তানাতা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

পাকিস্তানের কয়েকটি তাজা খবর

১। সিন্ধু প্রদেশের একটি শহরে সাতজন এবং পাঞ্জাবের একটি স্থানে সাতজন লোক আহমদীয়া জামাতে যোগদান করিয়াছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাহাদিগকে এই ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে বয়াত গ্রহণ করার তৌফিক দিয়াছেন; তাহাদের বিশ্বাসে তিনি যেন স্থির-চিত্ততা ও স্থায়ীত্বত্ত দান করেন। আমীন।

২। মূলতানের দীনাপুরে দুই জন আহ্‌মদী ছাত্রকে স্কুলে ভর্তি করা হয় নাই। কারণ তাহাদের নামের প্রথমে 'মোহাম্মদ' শব্দ লিখা ছিল। নাম দুইটি যথাক্রমে মোহাম্মদ দাউদ ও মোহাম্মদ আহ্‌সান। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাহাদের নাম হইতে 'মোহাম্মদ' শব্দটি বাদ দিয়া ভর্ত্তি করিতে সম্মত হইলে, ছাত্রদের আহমদী পিতা-মাতা ইহাতে স্পষ্ট অসম্মতি জানাইয়া তাহাদিগকে নিয়া গৃহে ফিরিয়া যান।

৩। কাসূর জেলায় আজান দেওয়ার অভিযোগে তিনজন আহমদীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে জামীনে মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

৪। রাবওয়ার অধিবাসীদের কাছে দুধ বিক্রয় না করার জন্য গোয়ালাদিগকে মৌলবীরা উস্কানী দিতেছে। একজন গোয়ালিনী তাহাদের উস্কানী উপেক্ষা করাতে তাহারা গোয়ালিনীর দুধ ফেলে দেয়। উস্কানীদাতা মৌলবীর কাছে গোয়ালিনী দুধের মূল্য দাবী করে। মৌলবী মূল্য দিতে অস্বীকার করিলে, গোয়ালিনী তাহার দাড়ী ধরে টানতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত মৌলবী দুধের মূল্য ১৫০৲ টাকা পরিশোধের জন্য নিজের হাত ঘড়ি খুলিয়া দেয় ও নিস্তার পায়।

৫। ফয়সালাবাদের সামুন্দ্রী নামক স্থানের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আহমদীয়া মসজিদ হইতে 'কলেমা' মুছে ফেলার জন্য আহমদীগণকে নির্দেশ দেন। আহমদীরা এই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়। পরে পুলিশ সাহেব স্বয়ং নিজেই কলেমাটি মুছিয়া ফেলেন। বিষয়টা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হইয়াছে।

৬। রহীম ইয়ার খান নামক শহরের টাউন কাউন্সিল 'মদীনা টেক্ট-হাউস' নামীয় একটি ফার্মের আহমদী মালিককে তাহার দোকানের সাইন বোর্ড হইতে 'মদীনা' শব্দটি বাদ দিবার জন্য নোটিশ জারি করিয়াছে। এই টাউন কাউন্সিল এক নির্দেশ জারি করিয়াছে যে আহমদীদের পরিচালিত হোটেল রেস্তোরাতে সাইনবোর্ডের উপর 'কাদিয়ানী' কথাটি লিখতে হইবে, যাহাতে মুসলমানরা সেখানে না খায়।

৭। শেখুপুরার একটি গ্রামের একজন লোককে স্থানীয় একজন মৌলবী আহমদীদের মসজিদ পোড়াইবার কাজে প্ররোচিত করে। লোকটি যখন মসজিদটি পোড়াইবার উদ্যোগ-আয়োজনে রত ছিল, তখন তাহার কন্যা দৌড়াইয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে তাহার নিজের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। সে তৎক্ষণাত বাড়ীর দিকে দৌড়িল কিন্তু কোনও কিছু করিয়া উঠিতে পারার আগেই সমস্ত গৃহখানা আগুনে ধ্বসে গেল। তার ভাইরা তাকে বকতে লাগল যে, তারাত আগেই তাকে ঐ মসজিদ পুড়াইতে মানা করিয়াছিল ও সাবধান করিয়াছিল। তাহদের নিষেধ না মানাতেই এরূপ হইলো।

এ ঘটনা আহ্‌মদী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে উক্ত এলাকায় এক আশানুরূপ প্রভাব ও ছাপ ফেলিয়াছে। আর প্ররোচনা দানকারী মৌলবী সেখান থেকে পালাইতে বাধ্য হইয়াছে।

৮। লাহোরের ঐতিহাসিক শাহী মসজিদের দখল নিয়া 'দেওবন্দী' ও 'ব্রেলভী' সম্প্রদায়ের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপের ও হাতাহাতির এক খণ্ডযুদ্ধের পর 'ব্রেলভী'রা মসজিদটি দখল করিয়া নেয় এবং 'ইয়া রাসুলুল্লাহ' খচিত পতাকা উত্তোলন করে। এতে প্রায় ১৪৫ জন লোক যখম হয়। দেওবন্দীরাই বেশী মার খায়।

এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে আপাততঃ 'মসজিদে' আজান দেওয়া বন্ধ আছে।

৯। লাহোরের গোলবার্গের একজন রিক্‌শাওয়ালা একজন আহমদী দোকানদারকে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করার অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্ঘটনায় পড়ে এবং তাহার রিকশাটি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। রিক্‌শাওয়ালাটি কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ আহমদী দোকানদারের কাছে আসে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

১০। ব্যক্তিগত আলোচনা কালে আহমদী বিরোধী অধ্যাদেশের রচয়িতা রাজা যাফরুল হাসান একটি স্থানীয় সংবাদ পত্রের মালিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অধ্যাদেশটি সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।" তিনি উত্তরে এর ব্যর্থতা স্বীকার করিলেন, "এ অধ্যাদেশ না সাধারণ লোকের মধ্যে, না আহমদীদের মধ্যে কোন সাড়া জাগাইতে পারিয়াছে।"

১১। ডেরা গাজী খানের পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার আহমদী জামাতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইদানিং তিনি দুর্নীতির কারণে বরখাস্ত হইয়াছেন।

১২। তুলমিয়ালের একজন মৌলবী আহমদীগণকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করিত। ইদানিং তাহার কন্যা আত্মহত্যা করিয়াছে। নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনই তাহার কন্যার আত্ম-হত্যার কারণ।

১৩। ঝিলামে এক ব্যক্তি একজন আহমদীকে "মির্জায়ী" বলে গালি দিলে, এক দল লোক প্রকাশ্য রাস্তায় ঐ ব্যক্তিকে গালমন্দ করে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিতে বারণ করে। এইরূপ একজন দারোগা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া একজন আহমদীকে ধর্ম্মীয় কারণে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে থাকেন।

১৪। রাওয়ালপিণ্ডির একজন খৃষ্টান ব্যক্তি হযরত ইমাম মাহদী মসীহে মওউদ (আ)-কে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে। পরদিনই সে রাস্তায় দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তাহার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। সে এখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছে। (ক্রমশঃ)

(লণ্ডন নিউজ বুলেটিন হইতে অনুদিত)

মকবুল আহমদ খান।

দোওয়ার আবেদন

আমার পিতা জনাব আবদুল মতিন (নাটাই) প্রাক্তন ম্যানেজার 'পাক্ষিক আহমদী' ২/৩ মাস যাবৎ চক্ষু রোগে খুবই কষ্ট পাইতেছেন। তাহার আশু আরোগ্যের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সালাম ও খাসভাবে দোওয়া করার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আল্লাহতায়ালা যেন তাহাকে অতি শীঘ্র আরোগ্য দান করেন। আমীন। খাকসার

আকবর আহমেদ

'গল্‌বা'

ঐ শোনা যায় পরীক্ষার ঘণ্টা,
নামটি কর সই।
মুক্তি-প্রশ্নের সমাধা লিখো,
শুনিও না তৈ চৈ ॥

দোয়ার রশ্মি কষে ধর
—'দায়ী ইলাল্লাহ্'।
আকাশ পানে চালাও তরী
—'হাইয়্যা আলাল সালাহ্'।

'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্'
শোন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্'।
দ্বীনের খলিফা হাল ধরেছেন
—'নূহের কিশ্‌তী' চালা ॥

ঐ যে হের মেঘের ফাঁকে
'গল্‌বা' সন্নিকট।

বিজয়-বাণীর রশ্মি-স্রোতে
দূর হবে সংকট ॥
"আলহাক্কু মির্‌-রাব্বিকা"
চির সত্যের জয়।
"কাযায়ে আসমান আসত" *
—ভীতির দাপট ক্ষয় ॥

আকাশ হ'তে আসবে বিজয়
—বলেন মসীহ মওউদ (আঃ)
নিশ্চয়, নিশ্চয়।
"ঈই বহ্‌র হালত্‌ শাওয়াদ পয়দা" *
—নাই কোনও সংশয় !!

* হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ফার্সী 'দুররে সমীন' হইতে।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা

আল্লাহতায়ালার ফজলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে গত ১৩ই এপ্রিল ৮৪ইং রোজ শুক্রবার, নারায়ণগঞ্জ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৫ম বার্ষিক ইজতেমা স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, (আলহামদুলিল্লাহ)। এই বাবরকত ইজতেমায় বহু সংখ্যক খোদ্দাম, আতফাল, আনসার সাহেবান যোগদান করেন। তাহাজ্জুদ ও ফজরের বাজামাত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সুচী আরম্ভ হয়। সকাল ৮-৩০ মিঃ থেকে প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। আহাদনাম পাঠ করান এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব, অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন স্থানীয় কায়েদ এবং ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান সাহেব জনাব মনির উদ্দিন আহমদ। এরপর বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন জনাব তারেক আহমদ প্রধান (মোতামাদ)। তারপর খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত, নজম, বক্তৃতা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জুম্মার নামাযের পর দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মুন্সি আবদুল খালেক সাহেব, শিক্ষা মুলক বক্তব্য রাখেন জনাব মৌঃ আনোয়ার আলী সাহেব, মৌঃ মোস্তফা আলী সাহেব, আজাহার উদ্দিন খন্দকার সাহেব ও মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব। বাদমাগরিব সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল নায়েব আমীর-২ মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব। তিনি কুরআনী শিক্ষার সৌন্দর্য বিষয়ে জ্ঞান গর্ব ভাষণ দান করেন এবং ইজতেমা সমাপ্তির পূর্বে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই অধিবেশনে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। ইহা ছাড়া গত ৬ই এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ ষ্টেডিয়ামে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে স্থানীয় মজলিশের বহু খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা ছিল দৌড়, ধীর গতি সাইকেল চালান, গুনাইল শুটিং, মোরগ লড়াই এবং ব্যাডমিন্টন। দর্শকবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহতারম ন্যাসনাল নায়েব আমীর-২। তিনি এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান শেষে সমাপ্তি দোওয়া করান।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar